

শোধ-বোধ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২১৭, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

প্রকাশক—শ্রীজগদানন্দ রায়

২১৭, কর্নওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা

অগ্রহায়ণ ১৩৩৮,

প্রিন্টার-শ্রীমহেন্দ্র নাথ কোণার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ও পাবলিশিং
২০/১/১ কর্নওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা

শোধ-বোধ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মিষ্টার লাহিড়ির ড্রয়িংরুম

ঠাঁর কণা নলিনী ও নলিনীর বন্ধু চারুবাল।

চারু। ভাই নেলি, তোর হ'য়েছে কি বল্ তো ?

নলিনী। মরণ-দশা।

চারু। না, ঠাট্টা নয়। তোকে কেমন এক রকম দেখ্চি।

নলিনী। কি রকম বল্ তো ?

চারু। তা বল্তে পারবোনা। বাগ না অম্মরাগ, না বিরাগ, তোর ভাব দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই ; কেবল এইটুকু বুঝি, তোর ঈশেম কোণে যেন মেঘ উঠেছে।

নলিনী। শিলাবৃষ্টি, না জলবৃষ্টি, না ফাঁকা ঝড়, কী আলাজ ক'রচিস্ বল্ তো।

চারু। তোমার আলিপুরের weather report ভাই আমার হাতে নেই। আজ পর্যন্ত তোমাকে বুঝতেই পারলুম না।

নলিনী। তবে বুঝিয়ে দিই কেন যে মন চঞ্চল হ'য়েছে। ধৈর্য্য অ' রাখতে পার'চিনে। ওরে পত্নুলাল, ডেকে দে তো। লালবাজার থেকে চিঠি নিয়ে এসেচে।

চারু। মিষ্টার নন্দীর চিঠি? কী লিখেচে?

নলিনী

গান

সে আমার গোপন কথা, শুনে যাও ও সখি!

ভেবে না পাই ব'ল'বো কী?

চারু। হাঁ ভাই, বল্ ভাই বল্, কিন্তু সাদা কথায়।

নলিনী। অবস্থাগতিকে সাদা কথা যে রাঙা হয়ে ওঠে।

গান

প্রাণ যে আমার বাঁশি শোনে

নীল গগনে,

গান হয়ে যায়, মনে মনে বাহাই বাকি।

চারু। তুই ভাই এই সব সখীকে-ডাকপাড়া সেকেলে ধরনের গান কোথা থেকে জোগাড় করিস্ বল্ তো?

নলিনী। খুব একেলে ধরনের কবির কাছ থেকেই।

চারু। 'মিষ্টার লাহিড়ি রাগ করেন না?

নলিনী। 'বাংলা সাহিত্যে কোন্টা একেলে কোন্টা সেকেলে, সে তাঁর খেয়ালই নেই। একটি গান সব চেয়ে তাঁব পছন্দ, সেইটে তাঁকে শুনিয়ে দিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বোঝেন যে, ইহকাল পরকাল কোনো কালই যদি আমার না থাকে, অন্তত modern কালটা আছে—

Love's golden dream is done

Hidden in mist of pain.

চাক। তোব মতো অদ্ভুত মেখে আমি দেখিনি—সবই উন্টো-পান্টো।
তুই যদি ভাটপাডাব পণ্ডিতের ঘবে জন্মতিস্, তা'হ'লে চটেমটে মেমসাহেব
হ'বে উঠতিস্। মিষ্টাব লাহিড়ি ঘবে জন্মেছি স্ বলেই বুড়ি ঠাকুবমাব
চাল প্র্যাকটিস্ চ'লচে। কোন্ দিন এসে দেখবো, জ্যাকেট ছেড়ে
নামাবলী ধ'বেছি স্।

নলিনী। আগাগোড়া ছুবিষে বাথ বো—মিষ্টাব নন্দী বাব-এট-ল।

চাপরাশির প্রবেশ

তোমাবা সাবকো বোলো, জবাব পিছে ভেজ দেউকী।

সেলাম করিমা প্রস্থান।

দেখ লি, একবাব চাপবাহের ঘটা দেখ লি—গিল্টি তক্কার
ঝলমলানিতে চোখ ঝ'লসে গেল।

চাক। ভয় কবিস্নে নেলি, গিল্টি সোনাব চাপবাহ জোটে
চাপবাশির ভাগ্যে কিন্তু—

নলিনী। হা গো, আব খাঁটি সোনাব চাপবাহ প'ব্বেন মিসেস্ নন্দী।
তাব কি সৌভাগ্য।

চাক। দেখ্ নেলি, জ্বাকামি কবিস্নে। মিষ্টাব নন্দী মত পাজ
যেন অম্নি—

মিসেস্ লাহিড়ির প্রবেশ

মিসেস্ লাহিড়ি। নেলি, ছি ছি, তুই এই কাপড় পরে মিষ্টাব নন্দীর
বেয়ারার—

নলিনী । কেন, এ তো মন্দ কাপড় নয় ।

মিসেস্ লাহিডি । কী মনে ক'বে বল তো ? ওদের বাড়ীতে সব—

নলিনী । বেহাবা হ'য়ে জন্মেচে বলেই কী এত শাস্তি দিতে হবে ?
বেচাৰা মনিব বাড়ীতে চক্ৰিশ ঘণ্টা যা দেখে, আজ তাব থেকে নতুন কিছু
দেখে বেঁচে গেল । এত খুসি হ'লো যে বকশিশ চাইতে ভুলে গেলো ।

মিসেস্ লাহিডি । চিঠি দিতে এসে আবার বকশিশ চাইবে কী ?
তোব সব অদ্ভুত কথা ।

নলিনী । এমন আশ্চর্য্য চিঠি, মা, তাতে এত—

মিসেস্ লাহিডি । এত কী ?

নলিনী । সোনালি ক্রেষ্টে আঁকা,—আব তাতে লেখা আছে তিনি
স্বয়ং এখানে আসবেন—আমাকে—

মিসেস্ লাহিডি । কী ক'বতে ?

নলিনী । বেশি আশা ক'বে বোসো না মা । Propose ক'বতে না,
আমাব জন্মদিনেব জন্তে congratulate ক'বতে । সেই বা ক'জনেব
ভাগ্যে—

মিসেস্ লাহিডি । যা আব বকিসনে, শীঘ্র যা, dress ক'বে নে,
এথনি লোক আসতে আবস্ত হবে । মিষ্টাব নন্দী তোব সেই ধূপছায়া
বঙেব সাডিটা খুব admire কবেন, সেটা—

নলিনী । সে হবে, মা, আমি এথনি যাচ্ছি ।

মিসেস্ লাহিডি । যাই, হোটেল থেকে খানসামাগুলো এলো কি
না দেখিগে ।

প্রস্থান ।

নলিনী । দেখ'বি ? এই দেখ্ চিঠি । সশবীবে আসবোঁ তাব

announcement সেকালে বিত্ত ডাকাত এই বকম খবর পাঠিয়ে
ডাকাতি ক'বুতো ।

চাক । ডাকাতি ?

নলিনী । নষ তো কি ? একজন সবলা অবলাব হৃদযভাণ্ডাব লুঠ ।
তাব সিঁধকাঠিটা দেখ'বি ? এই দেখ্ ।

চাক । ইস্ । এ যে গীবে দেওয়া ব্রেসলেট্ । যা বলিস্ তোর
কপাল ভালো । এ বুঝি তোব জন্মদিনেব—

নলিনী । হা, হাঁ, জন্মদিনেব উপহাৰ—আমাব জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই
তিনকেই যিবে ফেল'বাব স্মদর্শন চক্র ।

চাক । স্মদর্শন চক্র বটে । যা বলিস্, মিষ্টাব নন্দী'ব taste আছে ।

নলিনী । ব্রেসলেটও তাব প্রমাণ, আব ব্রেসলেট পবাবাব জন্ত যে
মৃণালবাহ বেছে নিয়েছেন তাতেও প্রমাণ ।

চাক । আজ যে বড ঠাট্টাব স্মব ধ'বেছিস্ ।

নলিনী । তা'হ'লে গম্ভী'ব স্মব ধবি ।

গান

সে যেন আস্বে আমার মন ব'লেছে ।

হাসির পরে তাই তো চোখের জল গ'লেছে ।

দেখলো তাই দেয় ইসারা

তারায় তারা ;

চাঁদ হেসে ঐ হ'লো সারা তাহাই লখি' ॥

শুনে যা ও সখি ।

চাক। আমি যদি পুরুষ হতুম, নেলি, তা'হ'লে তোব ঐ পাষেব কাছে পড়ে'—

নলিনী। জুতোব লেস্ লাগাতিস্ বুঝি? আব ব্রেসলেট পবাতো কে?

মিষ্টার লাহিড়ির প্রবেশ

মিষ্টাব লাহিড়ি।^{“N} আজ বরণ নন্দী'ব আস্বাব কথা আছে না?

নলিনী। হাঁ, তাঁব চিঠি পেয়েছি।

মিষ্টাব লাহিড়ি। তা'হ'লে এখনো যে ড্রেস্ কবো নি?

নলিনী। কি ড্রেস্ প'র্ব্বো, তাই তো এতক্ষণ চাকব সঙ্গে পবামর্শ ক'র'ছিলুম।

মিষ্টাব লাহিড়ি। দেখ, ভুলো না, সাব হাবকোট তোমাকে কী চিঠি লিখেছেন, সেইটে বরণ নন্দী দেখ'তে চেয়েছিলো—সেটা—

নলিনী। হাঁ, সেটা আমি বেব কবে' বাখ'বো, আব জেনেবাল্ প'কিন্সেব ভাইঝি তাব অটোগ্রাফ ওয়ালা যে ফোটো আমাকে দি'য়েছিলো, সেটাও—

মিষ্টাব লাহিড়ি। হাঁ হাঁ সেটা, আব সেই যে—

নলিনী। বুঝেছি, গবর্মেণ্ট হাউসে নেনস্তুলে গিয়েছিলুম, তাব নাচ'েব প্রোগ্রামটা।

মিষ্টাব লাহিড়ি। আজ কোন্ গানটা গাবে বলো তো?

নলিনী। সেই যে ঐটে,

Love's golden dream is done

Hidden in mist of pain.

মিষ্টার লাহিড়ি । হাঁ, হাঁ, first class । ওটা তোমার গলায় খুব মানায়, আর সেইটে—মনে আছে তো ? In the gloaming, oh my darling.

নলিনী । হ্যাঁ আছে ।

মিষ্টার লাহিড়ি । আর সব শেষে গেলো Good bye, sweet heart ।

নলিনী । কিন্তু ওগুলো যে পুরুষের গান ।

মিষ্টার লাহিড়ি । (হাসিয়া) তাতে ক্ষতি কী নেলি—আজকাল মেয়েবাও—

নলিনী । ভুলতে আরম্ভ করেছে যে, তারা মেয়ে । কিন্তু মুন্সিল এই যে, তাতে পুরুষদের একটুও ভুল হচ্ছে না ।

মিষ্টার লাহিড়ি । Bravo, well said । যাও এবার ড্রেস করতে যাও । অমনি সেই তোমার অটোগ্রাফ বইটা, সেই যেটাতে—

নলিনী । বুঝিছি, যেটাতে লর্ড বেরেসফোর্ডের কার্ড আঁটা আছে । আচ্ছা বাবা, সে হবে এখন । তুমি তৈরি হওগে, আমি যাচ্ছি ।

লাহিড়ির প্রস্থান ।

লাহিড়ি । (ফিরিয়া আসিয়া) দেখ, একটা জিনিষ নোটস্ কর্‌স্টি নেলি, সেটা তোমাকে বলা ভালো । তুমি অনেক সময়ে বরণের সঙ্গে এমন টোনে কথা কও যে, সে মনে করে, তুমি তাকে একটুও সীরিয়াসুলি নিচ্ছ না, তাই সে ভেবে পায় না যে, তুমি—

নলিনী । বুঝিছি, বাবা । সুবিধে পেলেই বুঝিয়ে দেব আমি খুব সীরিয়াস ।

লাহিড়ি। আব একটা কথা। আমি ঠিক বুঝতে পাবিনে তুমি সতীশকে কেমন যেন একটুখানি indulgence দাও।

চাক। না। মিষ্টাব লাহিড়ি, নেলি তো তাকে কথায় কথায় নাকের জলে চোখের জলে কবে। পৃথিবীতে ওব কুকুব টম্কে ছাড়া নেলি আব যে কাউকে একটু indulgence দেয়, এ তো আমি দেখিনি।

লাহিড়ি। কিন্তু সে আসতেও ছাড়ে না। সে দিন চা পাটিতে এমন একটা জুতো পবে' এসেছিলো, যে তাব মচ্ মচ শব্দে দেয়ালের ইঁটগুলোকে পর্যন্ত চমকিয়ে দিবে গোছ। ওকে নিয়ে এক এক সময় ভাবি awkward হয়। তা ছাড়া ওব ট্রাউজাবগুলো—থাকগে, লোবেটোতে ছোটোবেলায় তোমান সঙ্গে ও এক সঙ্গে প'ড়েছিলো, ওক আমি কিছু ব'লতে চাইনে, কিন্তু যে দিন বরণবা আসবে, সে দিন ববঞ্চ ওকে—

নলিনী। ভয় কী, বাবা, সে দিন ববঞ্চ সতীশকে ট্রাউজাব না পবে' ধুতি পবে' আসতে ব'লবো, আব দিল্লিব জুতো, সে মচ্ মচ ক'ববে না।

লাহিড়ি। ধুতি? পাটিতে? আবাব দিল্লিব নাগবা?

নলিনী। পৃথিবীতে যে সব বালাই অসহ, সেগুলো ক্রমে ক্রমে সহিবে নেওয়া ভালো।

চাক। ওব সঙ্গে কথায় পাব্বেন না। এদিকে লোক আসবাব সময় হ'বে আসচে। নেলি, তুই যা ভাই, কাপড় পবে' আয়, যদি কেউ লোক আসে, আমি তাদের সামলাব।

নলিনীর প্রস্থান।

লাহিড়ি। এই বুঝি ওর সব জন্মদিনেব প্রেজেন্ট? বরুণেব ব্রেসলেট্টো কী এমনি টেবিলেব উপবেই থাকবে?

চাক। থাক না, আমি ওব উপর চোখ বাখবো।

লাহিডি। এটা কাব? একটা মকমলেব মলাটেব এলবম্। এ দেখ্চি সতীশেব। দাম লেখা আছে, মুছে ফেণ্ডেও হুঁস্ ছিলো না। এক টাকা বাবো আনা। ইন্সলভেম্বিব মামলা আন্তে হবে না। সেকেণ্ডহাণ্ড সেলে কেনা। এটাও কী এখানে থাকবে নাকি?

চাব। সবাতো গেল নেলি বক্ষা বাখবে না।

লাহিডি। থাক তবে, তুমি এখানে একটু বোসো, আমি ছেস কাব' আসি।

প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ

চাক। এক সকাল সকাল যে।

সতীশ। (লজ্জিত হয়ে) দেখ্চি আমাব ঘডিটা ঠিক চ'লছিলো না। ঘাই, ববক্ষ আমি একটু ঘুবে আসিগে।

চাক। না, আপনি বসুন। সময় হুঁয়ে এসেচে। নেলিব প্রেজেন্ট-গুলো দেখুন না। এই দেখ বেন?

সতীশ। এ যে হীবেব ব্রেসলেট। এ কে দিবেচে?

চাক। মিষ্টাব নন্দী। চমৎকাব না?

সতীশ। বেশ।

চাক। এই মুক্তো দেওয়া হেযাব পিন্টা আমাব ভাই অমূল্যর দেওয়া। আব এই রূপোব দোয়াতদান—ও কি সতীশবাবু, যাচেন না কী?

সতীশ। ভাব্চি, এই বেলা আমাব কাক্স সেবে আসি।

চাক। আপনার এসবমুটি নেলিব কাজে লাগবে। এই দেখুন না। মিষ্টাব নন্দী ওকে তাঁর সহ কবো ফোটো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সতীশ। হা, তাই তো দেখছি। আমার কিছু বিশেষ কাজ আছে, আমি যাঁই। আব দেখন, এখনকার মতো এই এসবমুটি আমি নিয়ে যাচ্ছি—তাব পবে—

চাক। কী ক'ববেন ?

সতীশ। না, ওটা—একবার—একটুখানি ঐ—আপনি দয়া কবে' নেলিকে ব'লবেন যে, বিশেষ একটু কারণে এখনকার মতো—তাব পবে আবাব—এখন যাই—কাজ আছে। (প্রস্থান)

চাক। যাক, বিদায় কবে' দেওয়া গেলো। যা গো, কী তাই পদেই এসেছে ! এসবমুটিও গেলো। এই যে মিষ্টাব লাভিডি, শুনে যান, সুখবব আছে, বক্শিস্ চাই।

নেপথ্যে। একটু পবেই যাচ্ছি, আমার বাটন ছকটা খুঁজে পাচ্চিনে।

সতীশকে লইয়া নলিনীর প্রবেশ

চাক। ও কি, নেলি, তাব ভালো কবে' তো সাজা হ'লো না।

নলিনী। হঠাৎ কোতোয়ালি ক'বতে হ'লো। ড্রেসিংকমেব জানলা দিয়ে দেখি চোব পালাচ্ছে একটা মাল বগলে নিয়ে, তখনি নেমে গিয়ে বমাল সুদ্ধ গ্রেফতাব কবে' নিয়ে এসেছি।

চাক। বাস্বে, কী কড়া পাহারা ? মালটা কি খুবই দামী, আব চোবটাও কী খুবই দাগী ?

নলিনী। (সতীশকে) তুমি এসেই তখনি পালাচ্ছিলে যে, আর আমার একখানা এসবমু নিয়ে ? (সতীশ নিরস্তর)

চাক। ওঃ বুবেছি, প্ৰাইভেট কামবাৰ বিচাৰ হ'বে। "নেলি, আমি তা'হ'লে তৈবি হ'য়ে আসিগে। তা'ব না'বাব যবে টয়লেট ভিনিগাব আছে তো ?

নলিনী। আছে। (চাকৰ প্ৰস্থান) তোমাৰ এ কী বকম দুৰ্ব্বুদ্ধি ? আমাৰ এলবম নিগে—

সতীশ। লক্ষীছাড়াৰ দান লক্ষীকে পৌছিব না। যেটা যাব যোগ্য নহ, সে জিনিষটা তা'ব নহ, আমি এই বুঝি।

নলিনী। গা'ব বগল ব'বে' যে নিবে যায়, সেটা যে তানই এই বা কোন্ শাস্ত্ৰে লেগে ?

সতীশ। তা'ব সত্যি কথাটা বলি। আমি যে ভীক, বেশ জোবেব সঙ্গ কিছুই দিতে পাবিনে। সেই জন্তে দিগে লজ্জা পাই।

নলিনী। তোমাৰ এই এলবমৰ মध्ये কম জোবেব লক্ষণটা কী দেখে লে ? এ তো টকটকে লাল।

সতীশ। লজ্জাৰ লাল। কতবাৰ মনে হ'য়েছিলো, এই এলবমেৰ মध्ये নিজেৰ একখানা ছবি পূবে দিই, "আমাকে মনে বেখে" এই কৰণ দাবীটুকু বোকাবাৰ জন্তে। কিন্তু ভয় হ'লো, তুমি মনে ক'ব্বে ওটা আমাৰ স্পৰ্দ্ধা, খালি বেখে দিলুম, তুমি নিজে ইচ্ছে কৰে' বাৰ ছবি বাখ বে, ওব মध्ये তাবি স্থান থাক।

নলিনী। খুব ভালো ব'লচো, সতীশ, ইচ্ছে ক'ব্বে বইয়ে লিখে বাখি।

সতীশ। ঠাট্টা কোবো না।

নলিনী। আমাৰ আৰ-এক জনেৰ কথা মনে প'ড়চে। সে দিহেছিলো একখানা খাতা—তোমাৰ এলবমেৰ মध्ये যে-কথাটা না-লেখা

অক্ষবে আছে, সেইটে সে গানে লিখে দিবেছিলো—শুধু তাই নয়, পাছে চোখে না পড়ে, তাই নিজে এসে গেয়ে শুনিবেছিলো—

পাতা খানি শত বাখিলাম,

নিজেব হাতে লিখে বেথো শুধু আমার নাম।

সতীশ। কে লোকটা কে ?

নলিনী। তাব সঙ্গে ডুয়েল লড়তে যাবে না কাঁ ? আমাদের কবি গো—কিন্তু কবিত্ব তুমি তাকেও ছাড়িয়ে গেছো—তোমাব এ যে unheard melody। আমি শুনতে পাচ্ছি—

এই এগবম্ শূন্য বইলো সবি,

নিজেব হাতে ভ'বে বেথো শুধু আমার ছবি।

কিন্তু তোমাব সব কথা বলা হয় নি।

সতীশ। না, হয়নি। বলি তা'হ'লে। এসে দেখলুম—সবাই আমার মতো ভীক নয়। যাব জোব আছে, সে নিজেব ছবিতে নিজেব নাম লিখে পাঠাতে সঙ্কোচ করে না। ননে বুলুম, আনি দিয়েছি গুল।
পাতা, আর তাবাই দিলে পূর্ণ করবাব জিনিষ।

নলিনী। তোমাকে এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি হুল ক'বেছে সে। ছবি দিতে সবাই পাবে, ছবি বাখ'বাব জায়গা দিতে ক'জন পাবে। ভীক, তোমাব অদৃশ্য ছবিবই জিৎ থাক। (নন্দী'ব ছবি ছি'ড়িয়া ফেলিল) ও কি, অমন কবে' লাফিয়ে উঠলে কেন ? মৃগী-বোগে ধ'ব'ক্কা নাকি ?

সতীশ। কোন্ বোগে ধ'বেছে, তা অন্তর্গামী জানেন।, নেলি, একবাব তুমি আমাকে স্পষ্ট কবে'—

নলিনী। এই বুঝি নাটক সুরু হ'লো ? চোখেব সামনে দেখলে

তো যে-ছবি চোঁচিয়ে কথা কয়, তাব কী দশা । যে মানুষ চুপ কবে' থাকতে জানে না, তাবো—

সতীশ । আব কাজ নেই, নেলি, থাক্ । তোমাকে কত ভয় করি, তুমি জানো না ।

নলিনী । 'ভয় বর্জন করো' তা'হ'লে এন্‌বম্ চুবি কোবো না । আমি কাপড ছেড়ে আসিগে ।

সতীশ । একটি সন্তবোধ । Unheard melody আমার মুখে থুবই মিষ্টি, কিন্তু তোমার মুখে নয় । তোমার জন্মদিনে তোমার মুখে একটি গান শুনে যাব ।

নলিনী । হ্যাঁ ।

গান

বেদনায ভবে গিয়েছে পেয়ালা,

নিয়ো হে নিয়ো ।

হৃদয় বিদারি হয়ে গেলো ঢালা

পিয়ো হে পিয়ো ।

ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে'

বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে'

লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে

প্রিয় হে প্রিয় ।

বাসনার রঙে লহরে লহরে

রঙীন হোলো ।

করণ তোমার অকণ অধরে

তোলো হে তোলো ।

এ রসে মিশাক্ তব নিশ্বাস

নবীন উষার পুষ্প স্রবাস,

এরি পবে তব আঁখিব আভাস

দিয়ো হে দিয়ো ।

চাকর প্রবেশ

চাক । এ কি কবছিস্, নেলি ? মিষ্টাব নন্দীব ফোটো—

নলিনী । যে মাটির গতে হীবে থাকে, যে মাটির বুকে ভুইচাঁপা ফুল ফোটে, সেই মাটির হাতে ওকে সমর্পণ কবে' দিয়েছি । এব চেয়ে আব কত সম্মান হবে ?

চাক । ছি ছি, নেলি, মিষ্টাব নন্দী জান্তে পাবলে কী মনে ক'ববেন ? এ যে একবাবে ছিঁড়ে ফোলছিস ।

নলিনী । ইচ্ছে কবিস্ তো তোব ঘবেব আটা দিখে তুই জোড়া দিখে নিতে পাবিস্ ।



দ্বিতীয় দৃশ্য

বিধুমুখী ও সতীশ

সতীশ। মা, কোনামতে টাকাটা পেয়েছি, নেকলেসও নেলিব ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাবাব সেকালের আমলের সোনার ওড্ডেডিটা সিন্দু পটব মতি পালের ওখানে যে বাধা বেখে এলুম, নিশ্চিন্ত হ'তে পাৰচিনে।

বিধুমুখী। তোব কোনো ভয় নেই, সতীশ। তিনি এ সব জিনিষেব পৰে কোনো মমতাই বাখেন না। কেবল ঙুৰ ঠাকুৰদাদাব জিনিষ বলেই আজ পয়াস্ত লোহাব সিন্দুকে ছিলো। এক দিনেব জন্তে খববও বাখেন নি। সেটা আছে কী গেছে, সে তাঁব মনেও নেই।

সতীশ। সে আমি জানি। কিন্তু ভাবী ভয় হচ্ছে, যাবা বন্ধক বেখেছে, তাবা হয় তো বাবাকে চিঠি লিখে খোঁজ ক'ববে। তুমি কোনো মতে তোমা'গ গহনাপত্ৰ দিবে সেটা খালাস কবে' দাও।

বিধুমুখী। হায়বে কপাল, গহনাপত্ৰ কিছু কী বাকি আছে। সে কথা আব জিজ্ঞাসা কবিসনে। যাই হোক, আমি ভয় কবিনে—প্রজাপতিব আলীন্দাদে নলিনীব সঙ্গে আগে তোব কোনোমতে বিয়ে হয়ে যাকু তাব পৰে তোব বাবা যা বলেন, যা করেন, সব সহ ক'বতে হবে। কথাবাৰ্ত্তা কিছু এগিয়েচে ?

সতীশ। সৰ্বদা যে বকম লোক ঘিবে থাকে, কথা কবো কখন ? জানো তো সেই নন্দী—সে যেন বিলিতি কাটা গাছেব বেড়া। তার

বুলিগুলো সর্বোঙ্গে বিধতে থাকে। সেই দৈত্যটাৰ হাত থেকে বাজকণ্ঠাব উদ্ধাব কৰি কী উপায়ে ?

বিধুমুখী। আমি মেয়েমানুষ, মেয়েৰ মন বুঝতে পাৰি—মনে মনে সে তাকে ভালোবাসে।

সতীশ। সে আমি জানিনে। কিন্তু বকণ নন্দীৰ সঙ্গে পান্না দিতে গিয়ে প্রাণ বেৰিয়ে গেল। বাবা একটু দয়া ক'বলেই কোনো ভাবনা ছিলো না। কিহু—

বিধুমুখী। তোৰ কী চাই বল না।

সতীশ। ভালো বিলিতি স্কট। চান্দনৌৰ কাপড় প'বলেই হবসা কমে যাব, নন্দীৰ গড়ে কবে' সড়োবে ননিনীৰ সঙ্গে কথাই কইতে পাৰিনে। বাড়িস্তন্ন সবাই আমাব দিকে এমন ক'বে তাকাব যেন আমাব গায়ে কাপড়ই নেই, আছে নৰ্দমাৰ পাঁক।

বিধুমুখী। আমি তোৰ কাপড়ৰ তুৰ্দশা তোব মাসীকে আশাসে জানিয়ে নেংছি। আজ এনেই তাঁব আসবাব কথা। আজই হয় তো একটা কিন'বা হ'লে বাঃ।

সতীশ। ঐ বে মেসোমশায়কে নিজেই তিনি আস্চেন না, যেন কবে' পাবো আজই নেন—কিন্তু না, সেই গুড্ডুডি—বাবা যদি জানতে পাবেন, নেবে কেন্বেন।

বিধুমুখী। আমি বলি কি—কোনো ছুতোয় সেই নেকলেস্টা যদি নালিনীৰ কাছ থেকে—

সতীশ। সে কথাও ভেবেছি। তা হ'লেই আমাব লজ্জা পূৰো হা। এক একবাব মনে কৰি, সংসারে যত মুষ্কিল, সব আমাবই! বকণ নন্দীৰ বাপ কি কোনো কালে ছিলো না? যে বকম দেখ্চি,

একটা কোনো গল্প বলে' নেক্লেস্টা ফিবিয়ে আনতে' হবে, তাব পরে
আমাব নিজেব গলায পব্বাব জন্তে গয়না মিলবে !

বিধুমুখী । সে আবাব কী ?

সতীশ । এক গাছা দডি ।

বিধুমুখী । দেখ্, আমাকে আব বোজ বোজ কাঁদাস নে । আমাব
বক্ত শুকিয়ে গেল, চোখের জলও বাকি নেই । একদিকে তোব বাবা,
আব একদিকে তুই—উপবে সবাব ঢাপ আব নীচে আগুন, আমি যে
গুমে গুমে—

সতীশের মাসি স্কুমারী ও মেসোমশায় শশধর বাবুর প্রবেশ

এসো দিদি, ব'সো । আজ কোন্ পুণ্যে বায়মশাযেব দেখা পাওয়া
গেলো । দিদি না আসলে তোমাব আব দেখা পাবাব বো নেই ।

শশধর । এতেই বুঝবে তোমাব দিদিব শাসন কি কড়া । দিন-বাক্সি
চোখে চোখে বাথেন !

স্কুমারী । তাই বটে, এমন বক্ত হবে বেখেও নিশ্চিত মনে ঘুমনো
যায না ।

বিধুমুখী । নাক ডাকাব শব্দে ।

স্কুমারী । সতীশ, ছি ছি, তুই এ কি কাপড় প'বেছিস্ ? তুই
কি এই বকম ধুতি পবে' কলেজে যাস্ না কি ? বিধু, ওকে যে লাউজ
স্টুটা কিনে দিয়েছিলাম, সে কি হ'লো ?

বিধুমুখী । সে ও কোন্‌কালে ছিঁড়ে ফেলেছে !

স্কুমারী । তা তো ছিঁড়বেই । ছেলেমানুষেব গায়ে কাপড় কত
দিন টেকে ! তা তাই বলে' কি আর নতুন স্টুট তৈরি কবাতে নেই !
তোদের ঘরে সকলি অনাস্থি !

বিধুমুখী। জানই তো দিদি, তিনি ছেলেৰ গায়ে সভ্য কাপড দেখিলেই আগুণ হ'য়ে ওঠেন। আমি যদি না থাক্তেম তো তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিবে কোমবে স্নুন্সি পবিয়ে ইন্ধলে পাঠাতেন—মা গো ! এমন সৃষ্টিছাডা পছন্দও কাৰো দেখিনি।

স্বকুমারী। মিছে না ! এক বই ছেলে নথ, একটু সাজাতে গোজাতেও ইচ্ছা কৰে না। এমন বাপও তো দেখিনি ! সতীশ আমি তোৰ জ্ঞান একশ্বৰ্ট কাপড ব্যাম্‌জেব ওথানে অৰ্জাব দিবে বেখেছি। আহা, ছেলেমানুষেৰ কি সখ হয় না ?

সতীশ। এক স্মৃটে আমাৰ কি হবে, মাসিমা। লাহিড়ি সাহেবেৰ ছেলে আমাৰ সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে—সে আমাকে তাদেৰ বাৰীতে টেনিস খেলাৰ নিমন্ত্ৰণ ক'বেছে, আমি নানা ছুতো কৰে' কাটিয়ে দিই। আমাৰ তো কাপড় নেই।

শশধৰ। তেমন জাৰগাৰ নিমন্ত্ৰণে না যাওয়াই ভালো, সতীশ।

স্বকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমাৰ আৰ বক্তৃতা দিতে হবে না। ওব তোমাৰ মতন বয়স যখন হবে, তখন—

শশধৰ। তখন ওকে বক্তৃতা দেবাৰ অল্ল লোক হবে, বুদ্ধ মেসোৰ পৰামৰ্শ শোন্‌বাৰ অবসৰ হবে না।

স্বকুমারী। আচ্ছা, মশায়, বক্তৃতা কৰ্বাৰ অল্ল লোক যদি তোমাদেৰ ভাগ্যে না জুটতো, তবে তোমাদেৰ কি দশা হ'তো ব'লো দেখি।

শশধৰ। সে কথা বলে' লাভ কি। সে অবস্থা চোখ বুঝে কল্পনা কৰাই ভালো !

ভূত্যেৰ প্ৰবেশ

ভূত্য। কৰ্ত্তাবাবু লোহাৰ সিদ্ধুকেৰ চাবি চেয়েছেন।

সতীশ । (কানে কানে) সর্বনাশ, মা, সর্বনাশ । গুডগুডিব
গোজ প'ড়েচে ।

বিধু । একটু চুপ বব তুই । কেন বে, চাবি কেন ?

ভৃত্য । কাল কোথাগ যাবেন, চেক বইটা চান ।

বিধু । আচ্ছা, একটু সবু ক'বতে বল, চাবি নিয়ে এখনি যাচ্ছি ।

ভৃত্যের গুস্তান ।

সতীশ । না, দোস্তাব সিন্দুক খুললেই তো—

বিধু । একটু থাম । আমাকে একটু ভাবতে দে ।

সতীশ । (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না, না, এখানে আসতে হবে
না, আমি যাচ্ছি ।

গুস্তান ।

সুকুমারী । সতীশ ব্যস্ত হ'য়ে পাশাল কেন, বিধু ?

বিধুমুখী । খালাস কবে' তাব জলখাবাব আন'ছিলো কি না, ছেলেব
তাই তোমাদেব সামনে লজ্জা ।

সুকুমারী । আহা, বেচাবাব লজ্জা হ'তে পাবে । ও সতীশ,
শোন শোন ।

সতীশের প্রবেশ

তোব মেসো মশাব তোকে পেলেটিব বাড়ী থেকে আইস্ক্রিম খাইবে
আন'বেন, তুই ওব সঙ্গে যা । ওগো, যাও না—ছেলেমানুষকে একটু—

সতীশ । মাসিমা, সেখানে কী কাপড পবে' যাবো ?

বিধুমুখী । কেন, তোব তো চাপকান আছে ।

সতীশ । চাপকান তো পেলেটিব খানসামাদেবও আছে । বেমানুম
দলে মিশে যাব ।

সুকুমারী। আব ঘাই হোক বিধু, তোব ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি, তাই বন্ধ। বাস্তবিক, চাপকান দেখলেই খানসামা কিম্বা যাত্রাদলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড় আব নেই।

শশধর। এ কথাগুলো—

সুকুমারী। চুপি চুপি ব'লতে হবে, কেন ভয় ক'বতে হবে কা'কে? মন্থন নিজের পছন্দ মতো ছেলেকে সাজ কবাবেন আব আমবা কথা কইতেও পারো না?

শশধর। সর্বনাশ! কথা বন্ধ ক'বতে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সামনে এ সমস্ত আলোচনা—

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা বেশ। তুমি ওকে গেলেটির ওখানে নিয়ে যাও।

সতীশ। (জনান্তিকে) মা, লোহাব সিন্দুকের চাবি বাবাকে কিছুতেই দিয়ে না—ববুজ আমায় সেই ঘড়ির কথাটা তুলে ওন সঙ্গে রুগড়া বাধিয়ে ভুলিয়ে বেথো।

সুকুমারী। এই যে মন্থন আসছেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকাবকি কবে' অস্থির কবে' তুলবেন। আয় সতীশ, তুই আমাব সঙ্গে আয়—আমবা পালাই।

প্রস্থান।

মন্থনের প্রবেশ

বিধু। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি কবে' ক'দিন আমাকে অস্থির কবে' তুলেছিলো। দিদি তাকে একটা রূপোব ঘড়ি দিয়েছেন। আগে থাকতে বলে' বাখলেম, তুমি আবাব শুন্লে বাগ ক'ববে।

মনমথ । আগে থাকতে বলে' বাথলেও বাগ ক'ববো ।—শোনো, লোহাব সিন্দুকের চাবিটা—

বিধু । তুমি একলা বসে' বসে' বাগ কবো আমি চ'ললুম, আমি আর সইতে পারছি নে ।

প্রস্থান ।

মনমথ । শশধর, সে ঘড়িটা তোমায় ফিবে নিজে যেতে হবে ।

শশধর । তুমি যে লোহাব সিন্দুক খলতে যাচ্ছিলে, যাও না ।

মনমথ । সে হবে হবে, কিন্তু ঘড়িটা এখনি তুমি নিয়ে যাও !

শশধর । তুমি তো আচ্ছা লোক । ঘড়ি তো নিজে গেলুম ; তা'ব পর থেকে আমার সমবটা কাটবে কি বকম ? ঘবেব লোকেব কাছে জবাবদিগী ক'বতে গিয়ে আমাকে যে ঘবছাড়া হ'তে হবে ।

মনমথ । না শশধর, ঠাট্টা নস, আমি এ সব ভালবাসি নে !

শশধর । ভালবাস না, কিন্তু সহ্যও ক'বতে হয় । সংসারের এই নিয়ম ।

মনমথ । নিজেব সম্বন্ধে হ'লে নিঃশব্দে সহ্য ক'বতেম । ছেলেকে মাটি ক'বতে পারি না ।

শশধর । সে তো ভালো কথা ! কিন্তু জীলোকেব ইচ্ছাব একেবারে খাড়া উন্টোয়ুখে চ'লতে গেলে বিপদে প'ড়বে ।—তাব চেয়ে পাশ কাটিয়ে ঘুবে গেলে ফল পাওয়া যায় ! বাতাস যখন উন্টো বয়, জাহাজেব পাল তখন আড় ক'বে' বাথতে হয়, নইলে চলা অসম্ভব ।

মনমথ । তাই বুঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও ! ভীক !

শশধর । তোমাব মতো অসমসাহস আমার নেই । ধীর ঘবকন্নায়

অধীনে চব্বিশ ঘণ্টা বাস ক'ৰতে হয়, তাঁকে ভয় না ক'ৰো তো কা'কে কবো ? নিজেব স্বীব সঙ্গে বীবত্ৰ কবে' লাভ কি ? আঘাত ক'বলেও কষ্ট, আঘাত পেলেও কষ্ট । তাব চেখে তৰ্কেব বেলায় গৃহিলিব যুক্তিক অকাটা বলে' কাজেব বেলায় নিজেব যুক্তিতে চলাই সংপৰামশ— গোষ্ঠাৰ্ঠামি ক'বতে গেলেই মুস্তিল বাবে । আমি চ'নোম, যা ভালো বোবো কব ।

শশবয়ের প্রস্তান ।

বিধুব প্রবেশ

মন্মথ । তোমাব ছেলেটিকে বে বিলাতি পোষাক পৰাতে আবন্ত ক'বেছো, সে আমাব পছন্দ নয় ।

বিধু । পছন্দ বুঝি একা তোমাবই আছে । আজকাস তো সকলেই ছেলেদের ইংবোজ কাপড খবিয়েছে ।

মন্মথ । (হাসিয়া) সকলেব মতেই যদি চ'ল্বে, তবে সকলকে ছেড়ে একটিমাত্র আমাকেই বিয়ে ক'বলে কেন ?

বিধু । তুমি যদি একমাত্র নিজেব মতেই চ'ল্বে, তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমাব বিয়ে ক'ব্বাব কি দবকাব ছিলো ?

মন্মথ । নিজেব মত চালাবাব জ্ঞাতও যে অস্ত্র লোকেব দবকাব হয় ।

বিধু । নিজেব বোঝা বহাবাব জ্ঞাত ধোবাব দবকাব হয় গাধাকে— কিন্তু আমি তো আব—

মন্মথ । (জিব কাটিয়া) আবে বাম বাম, তুমি আমাব সংসাব-মক্ক-ভূমিব আবব ষোডা । কিন্তু সে প্রাণিবৃত্তান্তেব তৰ্ক এখন থাক । তোমাব ছেলেটিকে সাহেব কবে' তুলো না !

বিধু। কেন ক'ববো না ? তাকে কি চাষা ক'ববো ?

মন্মথ। লোহাব সিদ্কেব চাবিটা—

বিধবা জায়েব প্রবেশ

ডা। শাই, তোমরা এখানে ভালো হ'ম ব'সেই কথা কওনা !
দাডিল কেন ? আগি পাশেব ঘবে আছি ব'লে বুঝি আলাপ জম্ছে না ?
ভগ নেই ভাৱে, আমি নীচেব ঘবে যাচ্ছি।

প্রস্থান।

সতীশেব প্রবেশ ও বাপকে দেখিয়াই পলায়ন

মন্মথ। ও কি ও, তোমাব ছেলেটাকে কি মাখিষেছো ?

বিধু। মুছা যেখো না, ভয়ানক কিছু নয়, একটুখানি এসেন্স মাত্র।
তাও বিলাতি নয়—তোমাদেব সাধেব দিশি।

মন্মথ। আমি তোমাকে বাবাব ব'লেছি, ছেলেদেব তুমি এ সমস্ত
সৌগীন জিনিস অভ্যাস কবতে পাববে না।

বিধু। আচ্ছা, যদি তোমাব আবাম বোধ হয় তো কাল থেকে মাথায়
কেবোসিন মাখাবো, আব গায়ে কাষ্টব অয়েল।

মন্মথ। সে ও বাজে খবচ হবে। কেবোসিন কাষ্টব অয়েল গায়
মাথায় মাখা আমাব মতে অনাবশ্যক।

বিধু। তোমাব মতে আবশ্যক জিনিষ কটা আছে, তা তো জানি না,
গোডাতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে ব'সতে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদ-প্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে।
এত কালের দৈনিক অভ্যাস-হঠাৎ ছাড় লে এ বয়সে হয় তো সহ হবে না !
যাই হোক, এ-কথা আমি তোমাকে আগে থাকতে ব'লে বাধছি,

ছেলেটিকে তুমি সাহেব কবো বা নবাব কবো, তাব খবচ আমি জোগাবো না। আমার মৃত্যুব পবে সে বা পাবে, তাতে তাব সখেব খবচ চ'ল্বে না।

বিধু। সে আমি জানি। তোমার টাকার উপবে ভবসা বাখলে ছেলেকে কপ্পি পবানো অভ্যাস কবাতেম।

মন্নথ। আমিও তা জানি! তোমার ভগিনীপতি শশধবেব পবেই তোমার ভবসা। তাব সন্তান নেই বলে' ঠিক কবে' বসে' আছ, তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখে পড়ে, দিয়ে বাবে। সেই জন্তই যখন তখন ছেলেটাকে ফিবিঙ্গি সাজিয়ে এক গা গন্ধ মাখিয়ে তাব মেসোব আদব কাড়'বাব জন্ত পাঠিয়ে দাও। আমি দাবিদ্র্যেব লজ্জা অনায়াসেই সহ ক'বতে পারি, কিন্তু ধনী কুটুম্বেব সোহাগ যাচনাব লজ্জা আমার সহ হয় না।

বিধু। ছেলেকে মাসিব কাছে পাঠালেও গায়ে সয় না, এত বড়ো মানী লোকের ঘবে আছি, সে তো পূর্বে বুঝতে পাবি নি।

বিধবা জার ঘরে প্রবেশ

জা। ভাবলুম, এতক্ষণে কথা ফুরিয়ে গেছে, এইবার ঘবে এসে পানগুলো সেজে রাখি। কিন্তু এখনো ফুবোলো না। মেজ-বৌ, তোদেব খন্ত! আজ সে তোর ন' বছব বয়স থেকে স্তব্ধ হ'য়েচে, তবু তোদেব কথা যে আর ফুবোলো না! রাত্রে কুলোয় না, শেষকালে দিনেও দুইজনে মিলে কিস্ কিস্। তোদেব জিবেব আগায় বিধাতা এত মধু দিন-বাত্রি জোগান্ কোথা থেকে, আমি তাই ভাবি। রাগ কোবো না ঠাকুরপো, তোমাদেব মধুবালাপে ব্যাঘাত ক'র্বো না।

বিধু। না দিদি, আমাদের মধুবালাপ লোকালয় থেকে অনেক দূরে গিয়েই ক'বতে হবে, নইলে সবাই দেবে। ওগো, এসো—ছাতে এসো, গোটাকতক কথা বলে' বাথি। তুমি আবাব নাকি হঠাৎ কাল লক্ষ্যদ্বীপে যাচ্চ—এখানকাব হাওয়া তোমাব সহ্য হচ্ছে না।

উভয়ের প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। জেঠাইমা '

জেঠাইমা। কি বাপ।

সতীশ। বাবা কাল ভাবে জাহাজে কবে' কলষো যাবেন, তাই কালই মার্জিডি সাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াতে ডেকেছেন, তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো না।

জেঠাইমা। আমাব যাবাব দবকাব কি, সতীশ!

সতীশ। যদি যাও তো তোমাব এ কাপড়ে চ'লবে না, তোমাকে—

জেঠাইমা। সতীশ, তোব কোনো ভয় নেই, আমি এই ঘরেই থাকবো, যতক্ষণ তোব বন্ধব চা খাওয়া না হয়, আমি বা'ব হবো না।

সতীশ। জেঠাইমা, আমি মনে ক'বছি, তোমাব ওই সামনের ঘবটাতেই তাকে চা খাওয়াবাব বন্দোবস্ত ক'ব্বো। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক—চা খাবাব, ডিনাব খাবাব মতো ঘব একটাও খালি পাবাব জো নেই। মা'ব শোবাব ঘবে সিন্দুক্ ফিন্দুক্ কত কি ব'য়েচে, সেখানে কা'কেও নিষে যেতে লজ্জা কবে।

জেঠাইমা। আমাবও ঘবে তো জিনিষপত্র—

সতীশ। ওগুলো বা'র কবে' দিতে হবে। বিশেষত তোমাব ঐ বটি চুপড়ি বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চ'লবে না।

জেঠাইমা। কেন বাবা, ওগুলোতে এত লজ্জা কিসেব? তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবাব নিষম নেই?

সতীশ। তা জানিনে জেঠাইমা, কিন্তু চা খাবাব হবে ওগুলো বাখা দস্তব নয়। এ দেখ লে নবেন লাহিডি নিশ্চয় হাসবে, বাড়ি গিয়ে তাব বোন্দেব কাছ গল্প ক'ব'বে।

জেঠাইমা। শোনো একবাব ছেলেব কথা শোনো। বটি চুপডি তো চিবকাল ঘবেই থাকে। তা নিয়ে ভাই বোনে মিলে গল্প ক'বতে তো শুন নি।

সতীশ। তোমাকে আব এক কাজ ক'বতে হবে, জেঠাইমা— 'আমাদের নন্দকে তুমি যেমন ক'ব' পাব এখানে ঠেকিয়ে বেখো। সে আমাব কথা শুব্বে না, খালি গায়ে ফস কবে' সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাইমা। তাকে যেন ঠেকালেম, কিন্তু তোমাব বাণা যখন খালি গায়ে —

সতীশ। তিনি তো কাল কলস্বোষ যাবেন।

জেঠাইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় কবিস, কিন্তু আগাব ঘবটাতে তোদেব ওই খানাটানাগুলো—

সতীশ। সে ভালো কবে' সাফ কবিয়ে দেবো এখন।

জেঠাইমার প্রস্থান ও বিধুর প্রবেশ

বিধু। পাবলুম না, জানো তো সতীশ, তিনি যা খবেন, তা কিছুতেই ছাড়েন না। কত টাকা হ'লে তোমাব মনেব মত পোবাব হয় শুন।

সতীশ। একটা মর্গিং স্মুট তো মাসি অর্ডার দিবেচেন, আব একটা

লাউঞ্জ স্টুটে একশো টাকাব কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইটুনিং ড্রেস দেডশো টাকাব কমে কিছুতেই হবে না।

বিধু। বলো কি সতীশ। এ তো আড়াইশো টাকাব ধাক্কা, এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদেব দোম। এক ফকিরি ক'বতে চাও, সে শালো, আর যদি ভদ্র সমাজে মিশতে হয় তো খবচ ক'বতে হবে। সুন্দর বনে পাঠিয়ে দাও না কেন, সেখানে বনের বাদববা ড্রেস কোট পবে না।— কিন্তু মা, সেই গুডগুডি। একটা প্ল্যান ভেবেছি, আমি বাবাকে বলো যে, কাল বাত্রে তোমাব লোহার সিন্দুকের চাবি চুবি গেছে।

বিধু। দেখ সতীশ, এ দিকে তোব বাবাব বিবাহবন্ধি একটুও নেই— কি হু ঝুকে ফাঁকি দেওয়া শুরু। ধবা পড়ে' যাবি।

সতীশ। ধবা তো এক সময়ে প'ড়বোই। আপাতত কোনো বকম কবে'—তা ছাড়া কাল তো উনি কলস্বায় যাচ্ছেন, ইতিমধ্যে মা হয় একটা উপায় কনা যাবে। যথেষ্ট সময় পেলে নেকলেসটা চাই কি ফিবিষেও নিতে পাবি। অনেক ভেবে দেখলুম শেষকালে—দে যে বাবা আসছেন। মা, এখনি, আর দেবি কোবো না।

সতীশের প্রস্থান।

শশধর ও মন্মথের প্রবেশ

বিধু। ওগো শুন্চো, সর্বনাশ হ'যেছে। কাল বাত্রে লোহার সিন্দুকের চাবি চুবি গেছে।

শশধর। সে কি কথা বউ। কোথায় চাবি বেখেছিলে, কে ক'বলে এমন কাজ ?

বিধু। তাই তো ভাবছি, হয় তো নতুন বেগাবাটা—

শশধব। মন্থথ, তুমি যে একেবারে অবিচলিত? একবার খোঁজ কবে' দেখো।

মন্থথ। কোনো লাভ নেই।

শশধব। কি গেল না গেল, সেটা তো একবার দেখাও চাই।

মন্থথ। কিছু নিশ্চয় গেছে, শুধু চাবি নিয়ে বম্ববমিয়ে বেডাবে, চোবের এমন সখ প্রায় থাকে না।

শশধব। কিন্তু কে চোব, সেটা তো বেব কবা চাই।

মন্থথ। সাধুব চেয়ে যাব দবকাব অনেক বেশি, সেই হয় চোব।

শশধব। আমি কি তোমাব কাছে চোবেব definition চাচ্ছি? ব'ল্‌চি সন্ধান কবা চাই তো?

মন্থথ। (উত্তেজনার সহিত) না, চাইনে, না, চাইনে। ভিতবে যে আছে, তাকে বাইবে সন্ধান ক'ব্‌তে যাওয়া বিড়ম্বনা।

শশধব। কি ব'ল্‌চো মন্থথ। চলো না একবার দেখেই আসা যাক।

মন্থথ। নিফল, নিফল, আমাব দেখা শেষ হ'য়ে গেছে।

শশধব। অন্তত কালকে কলস্বে যাওয়াটা হুগিত বাখো, একটা পুলিশ তদন্ত কবাও।

মন্থথ। কলস্বেব চেয়ে আবও অনেক দূবে যাওয়া দবকাব— সাউথ পোলে, সেখানে থাকে পেঙ্গুয়িন পাখী, সেখানে থাকে সিকুঘোটক, সেখানে চাবিও চুবি যায় না, আর পুলিশ তদন্তর ঠাট্‌ বসাতে হয় না।

শশধব। বউ যে একেবারে চুপ, মুখ হ'য়ে গেছে সাদা। চলো ববঞ্চ তোমাতে আমাতে একবার—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য । সাত্তববাড়ি থেকে এই কাপড এসছে ।

মন্মথ । নিয়ে যা, কাপড নিয়ে যা, এখনি নিয়ে যা ।

ভৃত্যের প্রস্থান ।

শশধর । আতা, আতা, ক'বাচা কি মন্মথ । কাপড ফিরায়ে দিয়ে
আমাকেই—

মন্মথ । ঐ কাপড গুলোতেই আছে চাবিচুবির ব্যাবটাবিয়া—টাকা
চুবির বীজ—এই আমি তোমাকে বলে' গে'লুম । (প্রস্থান । বিধুমুখী
মেজেব উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কান্না)

শশধর । বউ, ছি, ছি, এমন কবে' কাদতে নেই । ওঠো ওঠো ।

বিধু । বায় মশায়, আমাব বেচে স্ত্রুথ নেই ।

শশধর । কিছুই বুঝতে পাবচি নে । মন্মথ কাকে সন্দেহ ক'বাচে ।
সতীশাক না কি ?

বিধু । নিজেব ছেলেকে যদি সন্দেহ না ক'ববে, তবে বাপ কিসেব ?
যদি মা হতো, ছেলেকে গতে ধাবণ ক'বতো, তা' হ'লে বুঝতো ছেলে
ব'লতে কী ব'ঝাব । গেছে তো গেছে না হব সোনাব গুডগুডিটাই গেছে,
আমাব সতীশ কি ও'ব সোনাব গুডগুডিব চেয়ে কম দামেব ?

শশধর । সোনাব গুড গুডিব কথা কি ব'লচো ? সিন্দুক থেকে কী
গেছে, দেখেচো না কি ?

বিধু । হাঁ, তা,—না দেখিনি । আমি ব'লচি ও'ব সিন্দুকে সেই
গুডগুডি ছাড়া আব তো দামী জিনিষ নেই,—তা সেটা যদি চুবি হ'য়েই
থাকে, তাই ব'লেই কি ছেলেকে সন্দেহ ?

শশধব । তোমার সন্দেহটা কাকে বউ ?

বিধু । কেন ? ওব তো সেই বড়ো ভালবাসার উড়ে বেয়াবা আছে বনমালী । তাব হাতেই তো ওঁব সব । সে হ'লো ভারী সাধু, ধন্যপু' যুধিষ্ঠির । একটু ইসাবাতেও বলো দেখি পুলিশ দিয়ে তাব বান্ধো তল্লা' ক'ব্তে, হাঁ হা কবে' মাব্তে আসবেন—সে তো ওব ছেলে নয় । ও বেয়াবা, তাই তাব পবে এত ভালবাসা ।

শশধব । কিছু মনে কোবো না বউ, আনি যাচ্ছি, ওকে বুকিয়ে ব'ণি ।

প্রস্থান ।

সত্যশেব দ্রুত প্রবেশ

সতীশ । মা, ভয়ানক বিপদ ।

বিধু । আবাব কি হ'লো ? বৃক্বেব খড্‌খডানি এক মুহূর্ত্ত থাম্‌তে দিলো না ।

সতীশ । সেই যে মতি পাল, বাব কাছে টাকা ধাব নিয়েছিলুম, সে বাবাব কাছে চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছে দেখলুম—এতক্ষণে বোধ হব—

বিধু । সর্বনাশ ! বা তুই বায় মশায়কে শীগ্‌গিব আমান কাছে পাঠিয়ে দে, এখনো তিনি বান নি ।

সতীশের প্রস্থান ।

মন্মথর প্রবেশ

মন্মথ । এই দেখ চিঠি । পড়ে' দেখ ।

বিধু । না, আমি প'ড়তে চাইনে ।

মন্মথ । প'ড়তেই হবে ।

বিধু । (চিঠি পড়িয়া) তা কি হ'য়েছে ?

মন্মথ । বেশি কিছু না, চুবি হ'য়েছে, আমার গুড়গুড়ি চুবি ।

বিপ্লু । নিজেব ছেলে নিয়েছে, তাকে বলো চুবি ? ব'লতে তোমাব জিব টাকবাব আটকে গেলো না ?

মন্মথ । বে কথা ব'লতে জিব আটকে যাওয়া উচিত ছিলো, সে কথা ভুলি ব'লেচো ।

বিপ্লু । কি ব'লেচি ?

মন্মথ । সেই চাবি চুবিব মিথো গল্প ।

বিপ্লু । বেশ ক'বেচি । নিজেব ছেলের জন্ত ব'লেচি, — তাব ষাপেব হাত থেকে তাব প্রাণ বাচাবাব জন্তে ব'লেচি ।

মন্মথ । প্রাণ বাচালেই কি বাচানো হ'লো ?

বিপ্লু । অনেক ভ'য়েছে ; আব ধম্ম উপদেশ শুনতে চাইনে । এখন ছেলের উপর কোন জল্পাদী ক'বতে চাও, খোলসা কবে' বলো ।

মন্মথ । পুণিসে খবর দেবো ।

বিপ্লু । দাঁও না । চাবি আমার হাতে ছিলো, আমিই তো চুবি কবে' ওকে দিবেচি । যাক্ আমাকে নিয়ে জেলে, সেখানে আমি স্নেহে থাকবো । অনেক স্নেহে, এব চেয়ে অনেক স্নেহে ; মনে হবে স্বর্গে গেচি ।

মন্মথ । দবকাব নেই ; তোমাদের কোথাও যেতে হবে না, অনেক স্নেহে, এব চেয়ে অনেক স্নেহে ; মনে হবে স্বর্গে গেচি ।

মন্মথ । দবকাব নেই ; তোমাদের কোথাও যেতে হবে না, অনেক দিন আগেই যাব যাওয়া উচিত ছিলো, সেই একলা যাবে ।

অস্থান ।

শশধরের প্রবেশ

শশধর । আমাকে এ বাড়িতে দেখলে মন্মথ ভয় পায় । তাবে কালো

কোৰ্তা ফুমাস দেবাব জন্ত ফিতা হাতে তাব ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেচি। ওব আবাব বুকেব ব্যামো, ভয় হয়, পাছে আমাদেব কথাষ উত্তেজিত হ'যে ওব বিপদ দটে। যা হোক, এ ব্যাপাবটা কি হ'লো ? তুমি ব'ললে চাবি চুবি, যে বকমটা দেখা যাচ্ছে, তাতে কথাটা—

বিধু। সবই তো শুনেছো। ব'লতে গেলে সতীশেবই জিনিষ, ওবই আপন প্রপিতামহেব। আজ বাদে কাল ওবই হাতে আসতো, সেইটে নিষেচে ব'লেই—

শশধব। ও যা বলো বউ, কাজটা ভালো হয়নি, ওটা চুবিই বটে।

বিধু। তাই যদি হয়, তবে প্রপিতামহেব দান সতীশকে নিতে না দিযে উনি সেটা তালাবন্ধ কবে' বেখেচেন, সে ও কি চুবি নয় ? এ গুডগুডি কি ওব আপন উপাঙ্গনেব টাকাষ ?

সতীশেব প্রবেশ

শশধব। 'কি সতীশ, খবচপত্র বিবেচনা কবে' কবো না, এখন কি মুকিলে প'ড়েছো দেখ দেখি।

সতীশ। মুকিল তো কিছুই দেখি নে।

শশধব। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি। ফাস কবো নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধব। কত ?

সতীশ। আফিম কেনবাব মতো।

বিধু। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কি কথা তুই বলিস, আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমাকে আব দক্ষাসনে।

শশধর। ছি ছি, সতীশ। এমন কথা যদি বা কখনো মনেও আসে, তবু কি মা'র সামনে উচ্চারণ করা যায়? বড়ো অজ্ঞান কথা।

সতীশ। (জনান্তিকে) মা, তোমাকেও বলে' বাথি, আমি যেমন কবে' পাবি, সেই নেকলেসটা ফিবিযে এনে বাবাব গুডগুডি উদ্ধার কবে' তাঁর হাতে 'দেবে তবে এ বাড়ি থেকে ছুটি নেবো। বাবাব সম্প্রতি যে আমাব নয়, এ কথাটা খুব স্পষ্ট কবে' বুঝতে পেরেছি। আর যাই হোক, আমাব প্রাণটা তো আমাব, এটা তো বাবাব লোহান সিন্দকে বাধা পড়েনি, এটা তো বাপ তেও পাবি, ফেরতেও পাবি।

সুকুমারীর প্রবেশ

বিধু। দিদি, সতীশকে বক্ষা কবো। ও কোন্ দিন কি কবে' বসে। আমি তো ভয়ে বাচি নে। ও যা বলে, শুনে আমাব গা কাঁপে।

সুকুমারী। কি সর্বনাশ! সতীশ, আমাব গা ছুঁয়ে বল, এমন সব কথা মনেও আনবি নে। চুপ কবে' বইলি যে। লক্ষ্মী বাপ আমাব। তোব মা মাসি'র কথা মনে কবিস।

সতীশ। জেলে বসে মনে কবাব চেয়ে এ সমস্ত হাশ্বকব ব্যাপার জেলের বাইবে চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

সুকুমারী। আমবা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে?

সতীশ। পেয়াদা।

সুকুমারী। আচ্ছা, সে দেখবো কত বড়ো পেয়াদা, ওগো, এই টাকাটা ফেলে দাও না, ছেলেমানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া!

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পাবি, কিন্তু মন্দ্রথ আমাব মাথায় ইঁট ফেলে না মাবে!

সতীশ। মেসোমশায়, সে ইঁট তোমাব মাথায় পৌঁছবে না, আমাব

ঘাস প'ড়বে। একে একজামিনে ফেল ক'বেছি, তাব উপব দেনা, এব উপবে জেলে গাবাব এত বডো স্লযোগটা যদি মাটি হ'য়ে যায়, তবে বাবা আমা'সে অপবোধ মাপ ক'বেন না।

বিধু। সত্য দিদি। সতীশ মেসোব টাকা নিষেচে শুন্লে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি থেকে বা'ব ক'বে দেবেন।

সুকুমারী। তা দিন না। আব কি কোথাও বাড়ি নেই না কি ? ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে না। আমাব তো ছেলপুলে নেই, আমিই না হয় ওকে মানুষ কবি ? কি বলো গো ?

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু সতীশ যে বাঘেব বাচ্চা, ওকে টানতে গেলে তাব মুখ থেকে প্রাণ বাঁচান দাষ হবে।

সুকুমারী। বাঘ মশায় তো বাচ্চাটিকে জেলেব পেঘাদাব জাতেই সমর্পণ কবে' দিয়েছেন, আমবা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই, এখন তিনি কোনো কথা বলতে পারবেন না।

শশধর। বাঘিনী কি বলেন, বাচ্চাই বা কি বলে ?

সুকুমারী। যা বসে, আনি জানি, সে-কথা আব জিজ্ঞাসা কবতে হবে না। তুমি এখন দেনাটা শোধ কবে' দাও।

বিধু। দিদি।

সুকুমারী। আব দিদি দিদি কবে' কাঁদতে হবে না। চল তোব চুল বেঁধে দিই গে। এমন ছিবি কবে' তোব ভগ্নীপতিব সাম্নে বা'ব হ'ত লজ্জা কবে না ?

শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

মন্মথের প্রবেশ

শশধর। মন্মথ, ভাই, তুমি একটু বিবেচনা কবে' দেখো—

মন্মথ । বিবেচনা না ক'রে তো আমি কিছুই কবি না ।

শশধর । তবে দোহাই তোমাব, বিবেচনা একটু খাটো কবো !
ছেলেটাকে কি জেলে দেবে ? তাতে কি ওব ভালো হবে ?

মন্মথ । তা জানিনে, কিন্তু যাব যেটা প্রাপ্য, সে তাকে পেতেই হবে ।

শশধর । পাপোব চেয়েও বড়ো জিনিস আছে, তাব পবেও মানুষ্যের
দাবী থাকে অত্যা নয় ।

মন্মথ । নিখো আমাকে ব'ল্চো । হয় তো সব দোষ আমারই,
একলা আমারই । তাব শাস্তিও যথেষ্ট পেয়েছি । এখন তোমবাই যদি
সংশোধনেব ভাব নাও তো নাও, আমি নিষ্কৃতি নিলুম ।

উত্তরের প্রস্থান ।

সতীশের বেগে প্রবেশ

সতীশ । (উচ্চস্ববে) মা, মা !

বিধুর প্রবেশ

বিধু । কী সতীশ, কী হ'য়েছে ?

সতীশ । ঠিক ক'বেছি, যেমন কবে' হোক নেকলেসটা নেলির কাছে
থেকে ফিরিয়ে আন'বোই ।

বিধু । কী ছুতো ক'বি ?

সতীশ । কোনো ছুতোই না । সত্যি কথা ব'ল'বো । নেলিব কাছে
আমি কিছু লুকোবো না ।

বিধু । না, না, সে কি হয় ?

সতীশ । ব'ল'বো গুড়গুড়িব কথা—ব'ল'বো আমার অবস্থা কত
খাবাপ । আমি নেলিকে ফাঁকি দিতে পারবো না ।

বিধু। সতীশ, আমাব কথা শোন, বিবেটা আগে হোক, তাব পবে
স ত্য মিথ্যে যা ইচ্ছে তোব তাই বলিস।

সতীশ। সে আমি কিছুতে পাবো না। আমি জানি, নেলি একটুও
মিথ্যে সহিতে পাবে না। আমি কিছু লুকোনো না। আগাগোড়া সব
ব'লবো।

বিধু। তাব পবে ?

সতীশ। (ললাট আঘাত করিয়া) তাব পবে বপাল।

তৃতীয় দৃশ্য

মিষ্কাব লাহিড়িব বাড়িতে টেনিসক্ষেত্র

নলিনী। ও কি সতীশ, পালাও কোথায় ?

সতীশ। তোমাদেব এখানে টেনিসপাট্টি জান্তেম না, আমি টেনিসস্কুট
পবে' আসিনি।

নলিনী। জনব্লেব যত বাছুব আছে, সকলেবই তো এক রঙেব
চামড়া হয় না, তোমাব না হয় ওবিজ্ঞানাল ব'লেই নাম ব'টবে। আচ্ছা,
আমি তোমাব স্তুবিধা কবে' দিচ্ছি। মিষ্টাব নন্দী, আপনাব কাছে আমাব
একটা অনুবোধ আছে।

নন্দী। অনুবোধ কেন, হকুম বলুন না—আমি আপনাব সেবার্থে

নলিনী । যদি একেবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকেব মতো আপনাবা সতীশকে মাপ ক'রবেন—ইনি আজ টেনিসস্ট পবে' আসেন নি । এত বড়ো শোচনীয় দুর্ঘটনা ।

নন্দী । আপনি প্রকালতি ক'বলে খুন, জাল, দব জালানও মাপ ক'বতে পারি । টেনিসস্ট না প'বে এলেই যদি আপনাব এত দয়া হয়, তবে আমার এই টেনিসস্টটো মিষ্টাব সতীশকে দান কবে' তাঁব এই—এটাকে কি ব'লি । তোমাব এটা কি স্ট্রট, সতীশ ? থিচুর্নী স্ট্রটই বলা বাক—তা আমি সতীশেব এই গিচডী স্ট্রট পবে' বোজ এখানে আসবো । আমার দিকে যদি স্বর্গেব সমস্ত সূর্য্য চন্দ্র তাবা অবাক হয়ে থাকিয়ে থাকে, তাব নজ্রা ক'ববো না । সতীশ এ কাপডটা দান ক'বতে যদি তোমাব নিতান্তই আপত্তি থাকে, তবে তোমাব দজ্জিব ঠিকানাটা দিয়ো । ফাশানেবল ছাঁটেব চেবে মিস লাহিডিব দবা অনেক মূল্যবান ।

নলিনী । শোনো, শোনো সতীশ, গুনে বাথো । কেবল কাপড়ে ছাঁট নয়, মিষ্ট কথাব ছাঁদও তুমি মিষ্টাব নন্দীব কাছে শিখতে পাব । এমন আদর্শ আব পাবে না । বিলাতে ইনি ডিউক ডাচেস্ ছাড়া আব কাবও সঙ্গে কথা কন নাট ! মিষ্টাব নন্দী, আপনাদেব সময় বিলাতে বাঙালী ছাত্র কে কে ছিলো ?

নন্দী । আমি বাঙালীদেব সঙ্গে সেখানে মিশিনি ।

নলিনী । শুনচো সতীশ ! বাঁতিমত সভ্য হ'তে গেলে কত ছোঁওয়া বাঁচিয়ে চলতে হয় । তুমি বোধ হয় চেপ্টা ক'বলে পাববে । টেনিসস্ট সম্বন্ধে তোমাব যে বকম সুস্ব স্বর্নজ্ঞান, তাতে আশা হয় । (অগ্রতঃ গমন)

সতীশ । (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্য্যন্ত বুঝতেই পারলেম না ।

চারুবালা নন্দীর কাছে আসিয়া

চাক। মিষ্টাব নন্দী, স্নানালৈব সঙ্কে আমাব একটা কথা নিষে ণোব তর্ক হ'বে গেছে, আপনাকে তাব নিষ্পত্তি কবে' দিতে হবে—আমি বাজি বেখেছি—

নন্দী। যদি আমাব উপবেই নিষ্পত্তিব ভাব থাকে, তা'হ'লে বাজিতে আপনি নিশ্চয়ই জিতবেন।

চাক। না, না, আশে কথাটা শুন্নন,—তাব পবে বিচাব কবে—

নন্দী। যাদেব faith নেই, সেই নাস্তিকবাই সব কথা আগাগোড়া শোনে, বিচাব কবে—কিছু মানুষেব মনেব মধ্যে কতকগুলি জিনিষ আছে, শাস্ত্রে যাদেব বলে অন্ধ। আমি দেবী-worshipper, অন্ধ ভক্ত।

চাক। আপনাব কথা শুন্লেই স্পষ্ট বুঝতে পাবি, আপনি অন্ধফোর্ডে প'ড়েছেন। এখন আমাদেব বাজে কথাটা শুন্নন। স্নানাদ ব'লতে চাষ, “আমাব এই শাড়িব বঙেব সঙ্কে আমাব এই জুতোব বং মানাব না।

নন্দী। স্নানাল নিশ্চয় বংকাণা। আপনাব শাড়িব সঙ্কে জুতোব চমৎকাব ম্যাচ হ'য়েচে। যদি মাপ কবেন তো বলি, আপনাব এই কমালটাব বঙে—

চাক। এ বুঝি আমাব কমাল? এ যে নেলিব,—সে জোব কবে' আমাকে দিলে—বহুবমপুব না কোথা থেকে এই ফুলকাটা মুসলমানী ক্যাশানেব কমাল কিনেচে। আমাকে ব'ললে, সাজেব মধ্যে অন্তত একটা দিশী জিনিষ থাক্।

নন্দী। I see—মিস্ বোস্, আপনি টেনিসেব next set এ পার্টনাব ঠিক্ ক'রেচেন?

চাক। না

নন্দী। আমাকে যদি select কবেন, তাহ'লে দেখতে পাবেন, আপনাব শাড়ির সঙ্গে জুতোর যে বকন ম্যাচ হ'য়েচে, টেনিসে আপনাব সঙ্গে আমাব তাব চেয়ে খাবাপ ম্যাচ হবে না।

চাক। আপনাকে পার্টনাব পেলে তো জিত্বই। আমি ভেবেছিলাম, next set এ আপনি ব্লি নেলিব সঙ্গে engaged.

নন্দী। না, she wanted to be excused.

চাক। ওঃ বোধ হয় সতীশেব সঙ্গে কথা আছে। আমি তো বুঝতে পাবিনে সতীশেব মধ্যে নলিনী কী যে দেখেচে।

নন্দী। দেখেছে ওব monumental absurdity আব তাব চেয়ে absurd ওব—থাক, সে কথা থাক।

চাক। কি হ ওব মতো অত বড়ো অযোগ্য লোককে—

নন্দী। অযোগ্যতা হচ্ছে শত্রু পেঘালা, রূপা দিবে ভবা সহজ।

চাক। শুধু কেবল রূপা! ছিঃ! শ্রদ্ধা কি তাব চেয়েও বড়ো নয়? চলুন খেলতে। কিন্তু আপনি তো জানেন, আমি ভাবি বিল্লী খেলি।

নন্দী। খেলায় আপনি হাবতে পাবেন; কিন্তু বিল্লী খেলতে কিছুতেই পাবেন না।

চাক। Thanks.

উভয়ের প্রস্থান।

নলিনী। (পুনবায় আসিয়া) কি সতীশ, এখনও যে তোমার মনেব খেদ মিটলো না। টেনিস কোর্টার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হ'য়ে গেলো। হায়, হায়, কোর্টার হারা অভাগা হৃদয়ের সাক্ষ্য জগতে কোথায় আছে—দজ্জির বাড়ি ছাড়া!

সতীশ । আমাৰ হৃদয়টোৰ ঠিকানা যদি জান্তে, তা'হ'লে খুব বেশি ক'বে তাকে খুঁজে বেড়াতে হ'তো না ।

নলিনী । (কবতালি দিয়া) **Bravo !** মিষ্টাৰ নন্দীৰ দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথাৰ আমদানি স্তব্ধ হ'য়েছে । উন্নতি হ'বে ভবসা হ'চ্ছে । এসো একটু কেক খেবে যাবে , মষ্ট কথাৰ পুনৰ্জন্ম মিষ্টান্ন ।

সতীশ । না আজ্ঞা আৰু থাকো না, আমাৰ শবীৰটা

নলিনী । সতীশ, আমাৰ কথা শোনো,—টেনিস্ কোৰ্তাৰ খেদে শবীৰ নষ্ট কোবো না । কোৰ্তা জিনিষটা জগতেৰ মध्ये সেবা জিনিষ, কিন্তু এই তুচ্ছ শবীৰটা না হ'লে সেটা ঝুলিয়ে বেড়াবাব সুবিধা হয় না ।

সতীশ । নেলি, আজ তোমাকে একটা খুব বিশেষ কথা ব'লতে এসেছি—

নলিনী । না, না, বিশেষ কথাৰ চেলে সাধাৰণ কথা আমি ভালোবাসি ।

সতীশ । যেমন কবে' হোক ব'লতেই হবে, নইলে বাচবো না, তাৰ পৰে যদি বিদায় কবে' দাও তবে মাথা হেঁট কবে' জন্মেব মতোই—

নলিনী । সৰ্ব্বনাশ ! সহজে ব'ল্‌বাব কথা পৃথিবীতে এত আছে যে, চমক-লাগানো কথা না ব'ল্লেও সময় কেটে যায় । আমাৰও ব'ল্‌বাব কথা একটা আছে, তাৰ পৰে যদি সময় থাকে, তুমি ব'লো ।

সতীশ । আচ্ছা, তাই আগে বলে' নাও, কিন্তু আমাৰ কথা শুনেই হবে ।

নলিনী । ব'ল্‌বাব জন্তেই তোমাকে ডেকেছি, বলে' নিই , বাগ ক'রো না ।

সতীশ । তুমি ডেকেচো বলে' বাগ ক'ববো, আমি এত বড়ো
savage ?

নলিনী । সকল সময়েই নন্দী সাহেবের চেলাগিবি কোবো না ।
বলো দেখি, আমাব জন্মদিনে তনি আমাকে অমন দামি জিনিষ কেন
দিলে ? সেই তোমাব নেকলেস ?

সতীশ । নেকলেস ? সেটা কি তবে—

নলিনী । ঙ্গ বোঝো না—জিনিষটা খুব ভালো । কিন্তু তুমি যে
ঐ টে কেনবাব জন্তে—

সতীশ । নেনি, চুপ চুপ, তোমাব মুখে আমি সে কথা শুনতে
পাববো না । কে তোমাকে কী বলেচে, সব মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা—

নলিনী । হঠাৎ অনন স্বেপে উঠলে ? কি মিথ্যে কথা ? নেকলেসটা
তুমিই আমাকে দিয়েচো, সে ও কী মিথ্যে কথা ?

সতীশ । না, না, হাঁ, তা হ'তেও পারে, এ বকম কবে' দেখলে
হয় তো—

নলিনী । নেকলেস্ এক বকম কবে' ছাড়া আব ক'বকম কবে' দেখা
যায । কথা উঠতে না উঠতেই আগে থাকতেই তুমি যেন—

সতীশ । আচ্ছা, তা বলো, কি বলছিলে বলো ।

নলিনী । কিছু না, খুব সাদা কথা, অমন দামী জিনিষ আমাকে
কেন দিলে ?

সতীশ । আচ্ছা বেশ, তা'হ'লে আমাকে ফিবিযে দাও ।

নলিনী । ঐ দেখ আবাব অভিমান ।

সতীশ । আমাব মতো অবস্থাব লোকেব অভিমান কিসেব ? দাও
তবে ফিবিযেই দাও ।

নলিনী । অমন স্বপ্ন কবো যদি, তোমাব সঙ্গে মন খুলে কথা কওয়াই শক্ত হয় । একটু শাস্ত হ'য়ে শোনো আমার কথা । মিষ্টাব নন্দী আমাকে নির্বোধেব মতো একটা দামি ব্রেসলেট পাঠিয়েছিলেন, তুমি অমনি নির্বুদ্ধিতাব স্বপ্ন চড়িয়ে তাব চেয়ে দামি একটা নেকলেস পাঠাতে গেলে কেন ?

সতীশ । সেটা বোঝাবাব শক্তি থাকলেই তো! মাহুসেব কোনো মুস্কিল ঘটে না । যে অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না, সে অবস্থাটা তোমাব একেবারে জানা নেই বলে' তুমি বাগ কবো নেলি ।

নলিনী । আমার সাত জন্মে জেনে কাজ নেই । কিন্তু ও নেকলেস' তোমাকে ফিবিষে নিয়ে যেতে হবে ।

সতীশ । কিবে দেবে ?

নলিনী । দেবো বাহাদুরি দেখাবাব জন্তে যে দান, আমার কাছে সে দানের মূল্য নেই !

সতীশ । বাহাদুরি দেখাবাব জন্তে ! এমন কথা তুমি বললে ? অশ্রায় ব'স্বেছো, নেলি ।

নলিনী । আমি কিছুই অশ্রায় ব'ল্‌চিনে—তুমি যদি আমাকে একটা ফুল দিতে, আমি ঢেব বেশি খুসি হ'তাম । তুমি যখন-তখন প্রায়ই মাঝে মাঝে আমাকে কিছু না কিছু দামি জিনিস পাঠাতে আবশ্য ক'বেছো । পাছে তোমাব মনে লাগে বলে' আমি এত দিন কিছু বলিনি । কিন্তু ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে, আব আমার চুপ কবে' থাকা উচিত নয় । এই নাও তোমাব নেকলেস ।

সতীশ । আচ্ছা তবে নিলুম । (হাতে লইয়া অনেকক্ষণ নাড়া' চাড়া করিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিল)

নলিনী । ও কী হ'লো ?

সতীশ । ভেবেছিলুম, ওব দাম আছে, ওব কোন দাম নেই ।

নলিনী । (তুলিষা লইয়া) তুমি বাগই কবো আব যাই কবো, আমাব যা ব'লবাব, তোমাকে ব'লবোই । আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা থেকেই জানি, আমাব কাছে ভাড়িযো না । সত্য কবে' বালা, তোমাব কি অনেক টাকা ধাব হয় নি ?

সতীশ । (চমকিয়া উঠিয়া) কে ব'ললে ধাব হ'য়েছে ? কে ব'ললে তোমাকে ? এক জন কেউ আছে, সে লাগালাগি ক'বচে । তাব নাম ব'লো , আমি তাকে—

নলিনী । আজ তোমাব কী হ'য়েছে ব'লো তো ?

সতীশ । ব'লতেই হবে, তোমাকে কে ব'লেছে আমাব ধাবের কথা ? আমি তাকে দেখে নিতে চাই ।

নলিনী । কেউ বলে নি । আমি তোমাব মুখ দেখেই বুঝতে পারি । আমাব জন্ত তুমি এমন অশ্রায় কেন ক'বচো ?

সতীশ । সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্তে মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছে কবে, আজকালকাব দিনে প্রাণ দেবাব ভদ্র উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না—অন্তত ধাব কবাব ছঃগটুকু স্বীকাব ক'ব্বাব যে স্বাধ, তাও কি ভোগ ক'ব্বতে দেবে না ? আমাব পক্ষে যা মৃত্যুব চেয়েও ছঃসাধ্য, আমি তোমাব জন্ত তাই ক'বতে চাই নেলি, এ'কে যদি তুমি নন্দী সাহেবের নকল ব'লো, তবে আমাব পক্ষে মর্মান্তিক হয় ।

নলিনী । আচ্ছা, তোমাব যা ক'ব্বাব, তা তো ক'বেচো—তোমাব সেই ত্যাগ স্বীকাব-টুকু আমি নিসেম—এখন এ জিনিষটা ফিবে নাও ।

সতীশ । তবে দাও, তাই দাও । যদি আমাব অন্তবেব কথাটা বুঝে থাকো, তাহ'লে—

নলিনী । থাক থাক অন্তবেব কথা অন্তবমহলেই থাক । নেকলেস্টা এই নিয়ে যাও ।

সতীশ । (হাতে লইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) সেই ভালো, তবে যাই । (কিছু দূর গিয়া ফিবিয়া আসিয়া) দয়া কবো নেলি, দয়া কবো—যদি আমাকে ফিবিষে নিতে হয়, তবে ওটা গলায় ফাঁস লাগিষে দম বন্ধ ক'বে আমাব পক্ষে মবা ভালো ।

নলিনী । দেনা তুমি শোধ ক'বেব কি কবে' ?

সতীশ । মা'ব কাছ থেকে টাকা পাবো ।

নলিনী । ছি ছি, তিনি মনে ক'বেবেন, আমাব জন্তই তাঁব ছেলেব দেনা হ'চ্ছে । সতীশ, তোমাব এই নেকলেস্টা হাতে কবে' নেওয়ার চেয়ে ঢেব বেশি কবে' নিষেচি, এই কথাটা তোমাকে বুঝে দেখতে হবে । নইলে কখনই তোমাকে ফিবিষে দিতে পাব'তুম না । দিলে অপমান কবা হ'তো ! বুঝতে পাব'চো ?

সতীশ । সম্পূর্ণ না ।

নলিনী । তোমাব দান কবাকেই আমি বেশি মান দিযেছি বলেই তোমাব দানেব জিনিষকে অনাযাসে ত্যাগ ক'ব'তে পাবি । মনে কবো না, এটা হাবিষে গেছে, সেই হাবানোতে তোমাব দান তো একটুও হাবায় না ।

সতীশ । ঠিক ব'ল্‌চো, নেলি ?

নলিনী । ঠিক ব'ল্‌চি । আমি যেমন সহজে এটি তোমাব হাতে ফিবিষে দিচি, তেমন সহজে তুমি এটি আমাব হাত থেকে ফিবে নাও । তাহ'লে আমি ভাবি খুসি হবো ।

সতীশ। খুঁসি হবে? তবে দাও। (নেকলেস্ লইয়া) কিন্তু যে হাত দিবে তুমি আমাকে ফিবিয়া দিলে, সেই হাতেই তুমি আব এক জনেব বেস্লেট্ প'বেচো, সে যেন আমাকে—

নলিনী। ওতে কতাব হাত নেই সতীশ, আছে কতাকতাব হাত। বাবা বিশেষ কবে ব'লেছিলেন, আজ—

সতীশ। আচ্ছা, ঐ বেস্লেট্ চিবদিনই তোমাব হাতে থাকে—এই নেকলেস্ কেবল কিছুক্ষণেব জন্তে গলায় পাবো, তাব পবে আমি নিয়ে যাবো।

নলিনী। প'ব্লে বাবা বাগ ক'ববেন।

সতীশ। কেন?

নলিনী। তা'হলে এই ব্রেস্লেট্ পবাব দাম কমে' যাবে।—ফের মুখ গম্ভীর ক'ব্চো?

সতীশ। কথাটা কি খুব প্রফুল্ল হবাব মতো?

নলিনী। নথ তো কি? তোমাব কাছে যে আমি এত খুলে কথা বলি, তাব কোনো দাম নেই? অক্লতজ্ঞ! মিষ্টাব নন্দীব সঙ্গে আমি এমন কবে' কইতে পাব'তুম? এবাব কিন্তু টেনিস্ কোর্ট থেকে যাও।

সতীশ। কেন যেতে ব'ল্চো, নেলি? এখানে আমাকে মানায় না?

নলিনী। না, মানায় না।

সতীশ। চাঁদনিব কাপড় পবি বলে'?

নলিনী। সে একটা কাবণ বই কি?

সতীশ। তুমি আমাকে এমন কথা ব'ল্লে?

নলিনী। আমি যদি তোমাকে সত্যি কথা বলি, খুঁসি হোয়ো, অস্ত্রে ব'ল্লে রাগ ক'রতে পারো।

সতীশ । তুমি আমাকে অযোগ্য বলে' জানো, এতে আমি গুঁসি হবো ?

নলিনী । এই টেনিস কোর্টৰ অযোগ্যতাকে তুমি অযোগ্যতা বলে' লজ্জা পাও ? এতেই আদি সব চেয়ে লজ্জা বোধ কৰি। তুমি তো তুমি, এখানে স্বয়ং বুদ্ধদেব এসে যদি দাঁড়াতেন, আমি দুই হাত জোড কৰে' পায়ৰ ধুলো নিয়েই তাঁকে ব'লতুম, ভগবান্, লাচ্চিডিদেব বাডিৰ এই টেনিস্ কোর্টে আপনাকে মানায় না, মিষ্টাৰ নন্দীকে তাৰ চেয়ে বেশী মানায়। শুনে কি তখনই তিনি হাশ্মানেব বাডি ছুটতেন টেনিস স্কট্ অডাব দিতে ?

সতীশ । বুদ্ধদেবেব সঙ্গে—

নলিনী । তোমাব তুলনাই হয় না, তা জানি। আমি ব'লতে চাই। টেনিস্ কোর্টৰ বাইবেও একটা নস্ত জগৎ আছে—সেখানে চাঁদনীৰ কাপড পৰেও মনুষ্যত্ব ঢাকা পড়ে না। এই কাপড পৰে' যদি এখনি ইন্ধলোকে যাও তো উৰ্বশী হয় তো একটা পাবিজাত্যেব কুডি ওব 'বাটন হোল'এ পৰিষে দিতে কুন্তিত হবে না—অবিশ্বি তোমাকে যদি তাৰ পছন্দ হয়।

সতীশ । বাটন হোল তো এই ব'য়েচে, গোলাপেব কুঁডিও তোমাব ধোঁপায়—এবাবে পছন্দব পৰিচয়টা কি ভিক্ষে কৰে' নিতে পাবি ?

নলিনী । আবাব ভুলে যাচ্চ, এটা স্বৰ্গ নয, এটা টেনিস্ কোর্ট।

সতীশ । এটা যে স্বৰ্গ নয, সেইটে ভুলতে পাবিনে ব'লেই তো—

নলিনী । এইবাব তো নন্দীৰ সূব লাগচে গলায়—

সতীশ । তাৰ একটিমাত্ৰ কাৰণ—আমি টেনিস্ কোর্টেই যোগ্য হ'তে চাই। উৰ্বশীৰ হাতেব পাবিজাত্যেব কুঁডিৰ পৰে আমাব একটুও লোভ নেই।

নলিনী। বড়ো দুঃসাধ্য তোমাব তপস্তা, সতীশ—স্বর্গে তোমাব কম্পিটিশন কার্ত্তিককে নিষে চাঁদকে নিয়ে—এখানে আছেন স্বয়ং মিষ্টাব নন্দী। পেবে উঠবে না, কল্হাকর্ত্তাদেব সব দামি দামি অর্কিড, গুঁবি 'বাটন্ হোলো' গিয়ে পৌঁচছে। ছেড়ে দাও আশা।

সতীশ। অর্কিডেব আশা ছেড়েছি, কিন্তু ঐ গোদাপেব কুঁড়ি—

নলিনী। ওটা বাবা যখন দোকান থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন, তখন কামনা ক'বেছিলেন, ওব সদগতি হয় যেন—

সতীশ। অর্থাৎ—

নলিনী। ঐ অর্থাত্বেব মধ্যে অনেকখানি অর্থ আছে।

সতীশ। আব আমি যে তোমাব স্তব কবে' মবি, তাব মধ্যে যতটা শব্দ আছে, ততটা অর্থ নেই ?

নলিনী। যদি কিছু থাকে, সে কল্হাকর্ত্তাদেব অমব লোকেব উপযুক্ত নয।

সতীশ। অতএব আমাকে সত্ত্ব স্বর্গপ্রাপ্তিব চেষ্টা ক'রতে হবে। চ'লেম তবে সেই তপস্তাস।

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। Hall! সতীশ বাবু। ও কি ও! সেই নেক্লেসটা নিয়ে চ'লেচো যে। সে দিন তো এল্‌বাম নিষে সবে' প'ড়েছিলো, আজ নেক্লেস্ ? , Bravo ! you know how to eat pudding and yet to keep it।

সতীশ। বুঝতে পারচিনে আপনাব কথা।

নন্দী। আমবা যা দিই, তা ফিবে নিই নে, তাব বদলেও কিছু ফিবে

পাই নে। দেবাব হাত নেবাব হাত দুই হাতই খালি থাকে। You are lucky, বিনা মূলধনে ব্যবসা ক'বে এত enormous profit !

নলিনী। ও কি সতীশ, হাতের আঙ্গিন গুটীচ্চা যে, মাঝামাঝি ক'ষবে না কি ? তা'হ'লে ম'খেব থেকে আমার নেবলেসটা ভাঙবে দেখ চি। দাঁও ওটা গলায় পবে' নিই। (নেবলেস লইয়া গলায় পবা) অমনি নেবোনা, সতীশ, এব দাম দেবো। (গোলাপব কুঁড়ি সতীশেব 'বাটন হোল' এ পবাইষা দেওয়া) মিষ্টাব নন্দী, আপনাব ব্রেস্লেট আপনি নিয়ে বান।

নন্দী। কেন ?

নলিনী। এব দাম আমার কাছে নেই।

নন্দী। বিনা দায়েই তো আমি—

নলিনী। আপনাব খুব দয়া। কিন্তু আমার তো আত্ম সম্মান আছে। এসো সতীশ, তোমাদেব ছ'জনেব লড়াই দেখবাব সময় আমার নেই। তাব চেয়ে এসো বেড়াতে বেড়াতে গল্প কবি, সময়টা কাটবে ভালো।

উভয়ের প্রস্থান।

চারুবালাব প্রবেশ

চারু। মিষ্টাব নন্দী, আপনাব নৈবেগ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সামনে দেবতা নেই যে।

নন্দী। কে ব'ল্লে নেই ?

চারু। সাংক্য দেবতাব কথা বল্টি, নিবাকারেব খবর জানিনে।

নন্দী। পূজা যদি নেন, তা'হ'লে কবকমলে—

চারু। আপনি মাঝে মাঝে চোখে ভুল দেখেন না কি ? আমি তো—

নন্দী । হাঁ, ভুল ঠিকানাঘ গিয়ে পৌছই—

চাক । তাব পবে redirected হ'য়ে—

নন্দী । ঘুবে আস্তে হয় ।

চাক । আজ আপনাব কপালে তাবি ছাপ দেখতে পাচ্চি ।

নন্দী । ছাপেব সংখ্যা আব বাড়াবেন না, তা'হ'লে কলঙ্কেব চিহ্নটাই জাগবে, ঠিকানাটাই প'ড বে চাপা ।

চাক । আপনাব মতো আলাপ ক'বতে আমি কাউকে শুনিনি—
চমৎকাব কথা কইতে পাবেন ।

নন্দী । শুধু যে কেবল কানে শোনাব কথাই আমাব সম্বল, তা নয়, হাতে সোনাও জোগাতে পাবি, এইটে প্রমাণ ক'বতে দিন ।

চাক । আপনি বাংলাতেও pun ক'বতে পাবেন—ক্ষমতা আছে ।
কিন্তু মিষ্টাব নন্দী, ও ব্রেস্লেট তো নেগিব—

নন্দী । সেইটেই তো হ'বেছিলো মস্ত ভুল । শোধবাবাব opportunity যদি না দেন, তা'হ'লে উদ্ধাব হবে কি ক'বে ?

চাক । ঐ নেলি আসচে, চলুন আমবা ঐ দিকে যাই ।

উভয়ের প্রস্থান ।

নেলি ও সতীশের প্রবেশ

নলিনী । যথেষ্ট হ'য়েছে সতীশ, আজ যদি মিষ্টি কথা ব'ল'বাব চেষ্টা কবো, তা'হ'লে কিন্তু বসভঙ্গ হবে ।

সতীশ । আচ্ছা, আমাকে যদি একেবাবে চুপ কবিয়ে বাধ'তে চাও, তা'হ'লে ঐ গানটা আমাকে শোনাও ।

নলিনী । কোন্টা ?

সতীশ । সেই যে “উজাড় ক'বে দাও হে আমাব সকল সম্বল ।”

নেলি'ব গান

উজাড় করে' লও হে আমার সকল সম্বল ।

শুধু ফিরে চাও ফিরে চাও ওহে চঞ্চল ।

চৈত্র রাতের বেলায়

না হয় এক প্রহরের খেলায়

আমার স্বপন-স্বরূপিনী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল ।

যদি এই ছিলো গো মনে,

যদি পরম দিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে ।

তবে ভাঙা খেলার ঘরে

না হয় দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,

ধুলায় ধুলায় ছড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দল ।

লাহিড়ি সাহেবের প্রবেশ

লাহিড়ি । নেলি, এই দিকে এসো । শুনে যাও । (জনান্তিকে)

সতীশের বাপ মা'বা গেছেন ।

নলিনী । সে কি কথা ?

লাহিড়ি । মাদ্রাজে । সে-ও আজ তিন দিন হ'লো । Heartএব weakness থেকে ।

নলিনী । সতীশ জানে না ?

লাহিড়ি । না ময়খ বাড়ির লোককে কাছে ডাক্তরে মানা ক'রেছিলেন । সেখানে গুর বাড়ির ঠিকানাও কেউ জানতো না । দৈবাৎ পুজোর ছুটিতে এক জন বাঙালী উকীল সেখানে ছিলো, মৃত্যুশয্যায় সেই তাঁর উইল তৈরী ক'রেছে । সে আজ এসে পৌছেছে । আমাকে
৫০]

সে জানে—আমাব কাছেই প্রথম এসেছিলো, আমি মন্থব বাড়িতে তাকে এইমাত্র বওনা ক'বে দিলুম। তুমি সতীশকে শীঘ্র সেখানে পাঠিয়ে দাও।

প্রস্থান।

নলিনী। সতীশ, চা প'ড়ে ব'সেচে, খেয়ে নাও।

সতীশ। আমাব ইচ্ছে ক'বচে না।

নলিনী। আমাব কথা শোনো, শুধু চা নয়, কিছু খাও। এই নাও কটি।

সতীশ। মনে বেথো নেলি, গবীব বলেই আমাব দানব দাম অনেক বেশি।

নলিনী। দেগো, ও কথা আজ থাক। কাল হবে। এখন তুমি খেয়ে নাও।

সতীশ। তাড়া দিচ্ কেন—আমাব তো আপিস নেই।

নলিনী। চুপ চুপ, কথা কোয়ো না, খাও। আবেকটু খাও। এই নাও।

সতীশ। আব পাবচিনে—আমাব হ'সেচে। আমাব খাবার কচি চ'লে গেছে।

নলিনী। আচ্ছা, তা'হ'লে এসো—শোনো। তোমাকে দবজা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিই।

সতীশ। আমাব এমন সৌভাগ্য তো আব কখনো—

নলিনী। চুপ চুপ। চ'লে এসো।

প্রস্থান।

লাহিড়ি ও লাহিড়িব জায়ার প্রবেশ

লাহিড়ি জায়া। সতীশেব বাপ হঠাৎ মারা গেছে ?

মিষ্টাব লাহিড়ি। হাঁ।

জায়া । কে যে ব'ল্লে সমস্ত সম্পত্তি অনাথ আশ্রমে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশেব মা'ব জন্ত জীবিতকাল পর্য্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহাৰা ববান্দ । এখন কি কৰা যায় !

লাহিডি । এত ভাবনা কেন তোমাৰ ?

জায়া । বেশ লোক যা হোক তুমি । তোমাৰ মেয়ে যে সতীশকে ভালবাসে, সেটা বুঝি তুমি দুই চক্ষু খেবে দেখতে পাও না । তোমাৰ নেলি এ দিকে লক্ষ্যব ধোঁয়া দিয়ে নন্দীকে দেশছাড়া ক'বে দিয়েছে । নন্দী তো ভয়ে ওব কাছেই ঘেঁষতে চায় না । জানো বোধ হয়, চাকৰ সঙ্গে সে engaged.

লাহিডি । সে দিন টেনিস কোর্টেই সেটা বোঝা গিয়েছিলো ।

লাহিডি জায়া । এখন উপায় কি ক'বে ?

লাহিডি । আমি তো মন্থৰ টাকার উপৰ কোনো দিন নিভব কবি নি !

জায়া । তবে কি ছেলেটির উপৰ নিৰ্ভব কবে' ব'সেছিলে ? অন্নবস্ত্রটা বুঝি অনাবশ্যক ?

লাহিডি । সম্পূর্ণ আবশ্যক । সতীশেব একটি মেসো আছে বোধ হয় জান ।

জায়া । মেসো তো ঢেব লোকেবই থাকে, তাতে ক্ষুধা শাস্তি হয় না ।

লাহিডি । এই মেসোটি আমাৰ মজ্জেল—অগাধ টাকা ।—ছেলেপুলে কিছুই নেই—বয়সও নিতান্ত অল্প নয় । সে তো সতীশকেই পোষ্যপুত্র নিতে চায় ।

জায়া । মেসোটি তো ভালো । তা চটপট নিক্ না । তুমি একটু তাক্কা দাও না ।

লাহিডি। তাড়া আমাদের দিতে হবে না, তাব ঘবেব মধ্যেই তাড়া দেবাব লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক এখন কেবল একটা আইনেব খটকা উঠেছে—এক ছেলেকে পোস্তপুত্র লওয়া যায় কি না—তা ছাড়া সতীশেব আবার বয়স হ'য়ে গেছে।

জায়া। আইন তো তোমাদেবই হাতে—তোমাবা চোখ বুজে একটা বিধান দিবে দাও না।

লাহিডি। ব্যস্ত হযো না—পোস্তপুত্র না নিলেও অল্প উপায় আছে।

জায়া। আমাদের বাচালে। আমি ভাব ছিলেম সম্বন্ধ ভাঙি কি ক'বে। আবার আমাদের নেলি যে বকম জেদালো মেয়ে, সে যে কি কবে' ব'সতো বলা গাং না। কিন্তু তাই বলে' গবীবেব হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ দেখ, তোমাব মেয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে।

লাহিডি। কিন্তু নেগি যে সতীশকে ভালবাসে, সে তো দেখে মনে হয় না। ও তো সতীশকে নাকেব জলে চোখেব জলে কবে। এক সময়ে আমি ভাবতুম, নন্দীব ওপবেই ওব বেশি টান।

জায়া। তোমাব মেয়েটির ঐ স্বভাব—সে যাকে ভালবাসে, তাকেই আলাতন কবে। দেখ না বিভালছানাটাকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই কবে! কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তবু তো ওকে কেউ ছাড়তে চায় না।

নলিনীব প্রবেশ

নলিনী। মা, একবাব সতীশবাবুব বাড়ি যাবে না? তাঁব মা বোধ হয় খুব কাতব হ'য়ে প'ড়েছেন। বাবা, আমি একবাব তাঁব কাছে যেতে চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

শশধরের ঘর

সম্মুখেই বাগান

সতীশ। বাবাব শাপ এখনো ছাড়ে নি, মা, এখনো ছাড়েনি। তিনি আমার ভাগ্যেব উপরে এখনো চেপে বসে আছেন।

বিধু। আমাদের যা ক'বাব, তা তো ক'বেচি, গযাতে তাব সপিগ্ৰীকরণ হ'য়ে গেলো—তোব মাসীব কল্যাণে ব্রাহ্মণবিদায়েবও ভালো আয়োজন হ'য়েছিল।

সতীশ। সেই পুণ্যফল মাসিব কপালেই ফ'ললো। নইলে—

বিধু। তাই তো। নইলে এত বয়সে তাঁব ছেলে হবে, এমন সর্ব্বনেশে কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

সতীশ। অত্নায়। অত্নায়। বাবাব সম্পত্তি পেতে পাবতুম, তাব থেকে বঞ্চিত হ'লুম, তাব পবে আবাব—কি অত্নায়।

বিধু। অত্নায় নয় তো কি? নিজেব বোনপোকে এমন কবেও ঠকালে? শেষকালে দয়াল ডাক্তাবেব ওষুধ তো খাটলো, আমবা কালীঘাটে এত মানত ক'বলুম, তাব কিছুই হ'লোনা। একেই বলে কলিকাল। একমনে ভগবান্কে ডাব্—তিনি যদি এখনো—

সতীশ। মা এঁদেব প্রতি আমার কৃতজ্ঞ ধাকা উচিত ছিলো, কিন্তু যে বকম অত্নায় হ'লো, তাতে—ঈশবেব কাছে—তিনি দয়া কবে' যেন—

বিধু। আহা, তাই হোক—নইলে তোব উপায় কি হবে, সতীশ ?
হে ভগবান্, তুমি যেন—

সতীশ। এ যদি না হয়, ঈশ্বরকে আমি আব মানবো না ; কাগজে
নাস্তিকতা প্রচাৰ ক'ব্বো। কে বলে তিনি মঙ্গলময়।

বিধু। আবে চুপ চুপ, এখন অমন কথা মুখে আনতে নেই ! তিনি
দয়াময়, তাঁব দয়া হ'লে কি না ঘটতে পাবে। সতীশ, আজ বুঝি ওদেব
ওখানে যাচ্চিস্ ?

সতীশ। হাঁ।

বিধু। তোব সেই সাহেবেব দোকানেব কাপড় পবিস্ নি যে ?

সতীশ। সে সব পুড়িয়ে ফেলোছি।

বিধু। সে আবার কবে হ'লো ?

সতীশ। অনেক দিন। টেনিস্ পাৰ্টিতে নলিনীকে কথা দিয়ে
এসেছিলেম।

বিধু। সে যে অনেক দামেব !

সতীশ। নইলে পোড়াবাব মজুবী পোষাবে কেন ? স্বর্ণলঙ্কাবও তো
অনেক দাম ছিলো।

বিধু। তোমাদেব বোঝা আমাব কৰ্ম্ম নহ ! যাই, দিদিব থোকাকে
নাওয়াতে হবে।

প্রস্থান।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। সতীশ !

সতীশ। কি মাসিমা !

সুকুমারী। কাল যে তোমাকে খোঁকাব কাপড় কিনে আনবাব জ্ঞাত এত কবে' বল্লেম, অপমান বোধ হ'ল বুঝি।

সতীশ। অপমান কিসেব, মাসিমা। কাল লাহিড়ি সাহেবেব ওখানে আমাব নিমন্ত্রণ ছিল, তাই—

সুকুমারী। লাহিড়ি সাহেবেব ওখানে তোমাব এত ঘন ঘন যাতায়াতেব দবকাব কি, তা ত ভেবে পাইনে। তাবা সাহেব মানুষ, তোমাব মত অবস্থাব লোকেব কি তাদেব সঙ্গে বন্ধুত্ব কবা সাজে। আমি ত শুনলেম, তোমাকে তাবা পৌছে না, তবু বুঝি ঐ বড়ীন টাইসেব উপব টাইবিং প'বে বিলাতি কার্তিক সেজে তাদেব ওখানে আনাগোনা কবতেই হবে। তোমাব কি একটুও সম্মানবোধ নেই। এ দিকে একটা কাজ কবতে বল্লে মনে মনে বাগ কবা হয়, পাছে ঠুকে কেউ বাড়িব সবকাব মনে কবে' ভুল কবে। কিন্তু সবকাবও ত ভালো—সে খেটে উপাঞ্জন কবে' থায।

সতীশ। মাসিমা, আমিও হয় ত অনেক আগাই তা' পাবতেম, কিন্তু তুমিই ত—

সুকুমারী। তাই বটে। জানি, শেষকালে আমাবি দোষ হবে। এখন বুঝি, তোমাব বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন। আমি আবো ছেলেমানুষ বলে' দয়া কবে' তোমাকে ঘবে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমাবি যত দোষ হ'ল। এ'কেই বলে কৃতজ্ঞতা! আচ্ছা, আমারই না হয় যত দোষ, তবু যে ক'দিন এখানে আমাদের অন্ন খাচ্চ, দবকাবমত দুটো কাজই না হয় কবে' দিলে। এমন কি কেউ কবে না? এ'তে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়!

সতীশ। কিছু না, কিছু না, কি কব'তে হবে বল, আমি এখনি কর্ণটি।

সুকুমারী । আজ তোমার আপিসেব ছুটি আছে, তোমাকে দোকানে যেতে হবে । খোঁকাব জন্ত সাড়ে সাত গজ বেনবো সিন্ধু চাই—আব একটা সেলাব স্কট । (সতীশেব প্রস্থানোত্তম) শোন শোন, ওব মাপটা নিয়ে 'যেয়ো । জুতো চাই । (সতীশ প্রস্থানোত্তম) ব্যস্ত হচ্চ কেন—সবগুলো ভালো কবে' গুনেই যাও ! আজও বুঝি লাহিড়ি সাহেবেব কটি বিস্কিট খেতে যাবাব জন্ত প্রাণ ছুটফট কবচে । খোঁকাব জন্ত ষ্ট্র-হাট এনো—আব তাব কমালও এক ডজন চাই । (সতীশেব প্রস্থান । তাহাকে পুনরায় ডাকিনা) শোন সতীশ, আব একটা কথা আছে । শুনলেম তোমাব মেসোব কাছ থেকে তুমি নতুন স্কট কেনবাব জন্ত আমাকে না বলে' টাকা চেয়ে নিয়েছ । যখন নিজেব সামর্থ্য হবে, তখন যত গুঁসি সাহেবিযানা কোবো, কিন্তু পবেব পয়সায় লাহিড়ি সাহেবদেব তাক্ লাগিয়ে দেবাব জন্ত মেসোকে ফতুব কবে' দিযো না । সে টাকাটা আমাকে ফেবৎ দিযো । আজকাল আমাদের বড় টানাটানিব সময় ।

সতীশ । আচ্ছা, এনে দিচ্ছি ।

সুকুমারী । এখনো দোকান খুলতে দেবী আছে । কিন্তু টাকা বাকি যা থাকে, ফেবৎ দিযো যেন । একটা হিসাব বাখতে ভুলো না । (সতীশেব প্রস্থানোত্তম) শোন সতীশ—এই ক'টা জিনিষ কিন্তে আবাব যেন আড়াই টাকা গাড়ি ভাড়া লাগিয়ে ব'সো না ! ঐ জন্তে তোমাকে কিছু আন্তে ব'ল্তে ভয় কবে । দু'পা হেঁটে চ'ল্তে হ'লেই অমনি তোমাব মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে—পুরুষ মানুষ এত বাবু হ'লে তো চলে না ! তোমাব বাবা বোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুন বাজাব থেকে মাছ কিনে আন্তেন—মনে আছে তো ? মুটেকেও তিনি এক পয়সা দেন নাই ।

সতীশ । তোমার উপদেশ মনে থাকবে—আমিও দে'বো না ! আজ হ'তে তোমার এখানে মুটে ভাড়া বেহাবাব মাইনে যত অল্প লাগে, সে দিকে আমার সর্বদাই দৃষ্টি থাকবে । (স্কুসুমাবীর প্রস্থান) সেই চিঠিটা এই বেলা শেষ কবি, নইলে সময় পাবো না (চিঠি লিখিতে প্রবৃত্ত) ।

হরেনের প্রবেশ

হবেন । দাদা, ও কি লিখ'চো, কা'কে লিখ'চো, বলো না ?

সতীশ । যা, যা, তোব সে থববে কাজ কি, তুই খেলা কব'গে যা !

হবেন । দেখি না কি লিখ'চো—আমি আজকাল প'ড়তে পাবি ।

সতীশ । হবেন, তুই আমাকে বিবক্ত কবিস্নে বল'চি—যা তুই ।

হবেন । ভয়ে আকাব ভা, ল, ভাল, বয়ে আকাব বা, সয়ে আকাব সা, ভালবাসা । দাদা কি ভালবাসাব কথা লিখ'চো, বলো না । কাঁচা পেয়ারা ?

সতীশ । আঃ হবেন, অত চেষ্টাসনে ভালবাসাব কথা আমি লিখিনি ।

হবেন । অঁ্যা, মিথ্যা কথা বল'চো । ভয়ে আকাব ভা, ল, ভাল, বয়ে আকাব সয়ে আকাব ভালবাসা । আচ্ছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও ।

সতীশ । না, না, মাকে ডাকতে হবে না ! লস্কীটি, তুই একটু খেলা কব'তে যা, আমি এইটে শেষ কবি ।

হবেন । এটা কি দাদা ! এ যে ফুলেব তোড়া ! আমি নেবো ।

সতীশ । ওতে হাত দিস্নে—হাত দিস্নে, ছিঁড়ে ফেল'বি ।

হবেন । না, আমি ছিঁড়ে ফেলবো না, আমাকে দাও না !

সতীশ । থোকা, কাল তোকে অনেক তোড়া এনে দেবো, এটা থাক ।

হরেন । দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেবো !

সতীশ । না, এ আব এক জনেব জিনিষ, আমি তোকে দিতে পাববোনা ।

হবেন । অ্যা, মিথ্যে কথা ! আমি তোমাকে লজ্জাস্ আন্তে ব'লেছিলেম, তুমি সেই টাকায় তোড়া এনেছ—তাই বই কি, আবেকজনের জিনিষ বই কি ।

সতীশ । হবেন, লক্ষ্মী ভাই, তুই একটুখানি চুপ কব, চিঠিখানা শেষ কবে' ফেলি । কাল তোকে আমি অনেক লজ্জাস্ কিনে এনে দেবো ।

হবেন । আচ্ছা, তুমি কি লিখ'চো, আমাকে দেখাও ।

সতীশ । আচ্ছা দেখাবো, আগে লেখাটা শেষ কবি ।

হবেন । তবে আমিও লিখি । (প্লেট লইয়া চীৎকার স্ববে) ভয়ে আকাব ভা,—

সতীশ । চুপ চুপ, অত চীৎকার কবিস্ নে !—আঃ থাম্ থাম্ !

হবেন । তবে আমাকে তোড়াটা দাও ।

সতীশ । আচ্ছা নে, কিন্তু খববদাব ছি'ড়িস্নে !—ও কি ক'রলি ! যা বাবণ ক'রলেম, তাই, দলটা ছি'ড়ে ফেলি । এমন বদ ছেলেও তো দেখিনি ! (তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত কবিয়া) লক্ষ্মীছাড়া কোথাকাব । যা এখান থেকে—যা ব'ল্চি ! যা !

হরেনের চীৎকার স্বরে ক্রন্দন ও সতীশের সবেগে প্রস্থান ।

বিধু । সতীশ বুঝি হবেনকে কাঁদিয়েচে, দিদি টেব পেলে সর্বনাশ হবে । হবেন, বাপ আমাব, কাঁদিস্নে, লক্ষ্মী আমাব, সোনা আমার ।

হবেন । (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেচে ।

বিধু । আচ্ছা, চুপ কর, চুপ কব, আমি দাদাকে খুব করে' মারবো এখন ।

হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেলো

বিধু। আচ্ছা, সে আমি তাব কাছ থেকে নিয়ে আস্চি! (হবেনব ক্রন্দন) এমন ছিঁচকাঁড়নে ছেলেও তো আমি কখনো দেখিনি। দিদি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছেন। যখন বেটি চায়, তখন সেটি তাকে দিতে হবে। দেখোনা, একেবাবে নবাবপুত্র! ছি ছি, নিজের ছেলেকে কি এমনি ক'বেই মাটি ক'ব্বে হয়! (সতজ্ঞনে) খোকা, চুপ কব ব'ল্চি, ঐ হাম্দোবুড়ো আস্চে।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। বিধু, ও কি ও! আমার ছেলেকে কি এমনি ক'বেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়। আমি চাকব বাকবদেব বাবণ কবে' দিঘেচি, কেউ ওর কাছে ভূতের কথা ব'ল্বে সাহস কবে না।—আব তুমি বুঝি মাসি হ'য়ে ওব এই উপকার ক'ব্বে ব'সেচো! কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কি অপবাধ ক'বেচে। ওকে তুমি দু'টি চক্ষে দেখতে পাব না, তা আমি বেশ বুঝেচি! আমি ববাবব তোমার ছেলেকে পেটেব ছেলের মতো মানুষ্য ক'রুলেম আব তুমি বুঝি আজ তাবই শোধ নিতে এসেচো।

বিধু। (সবোদনে) দিদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে সতীশ আর তোমার হবেনে প্রভেদ কি আছে!

হবেন। মা, দাদা আমাকে মেবেচে!

বিধু। ছি ছি খোকা, মিথ্যা ব'ল্বে নেই। দাদা তোব এখানে ছিলোই না, তা মারবে কি কবে'।

হবেন। বাঃ—দাদা যে এইখানে বসে' চিঠি লিখছিলো—তাতে ছিল ভয়ে আকার তা, ল, ভাল।

সুকুমারী । তোমরা মাঝে পোষে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেচো বুঝি । ওকে তোমাদের সহ্য হচ্ছে না । ও গেলেই তোমরা বাঁচো । আমি তাই বলি, থোকা বোজ ডাক্তার কববাজের বোতল বোতল ওষুধ গিলে, তব দিন দিন এমন বোঁগা হ'চ্ছে কেন । ব্যাপারখানা আজ বোকা গেলো ।

সকলের প্রস্থান

সতীশ ও নলিনীর প্রবেশ

সতীশ । এ কি, তুমি যে এ বাড়িতে ?

নলিনী । শশধর বাবু বাবাক কি একটা আটনের কাজে ডেকেছেন । আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি ।

সতীশ । আমি তোমার কাছে শেষ বিদায় নিতে চাই নেলি ।

নলিনী । কেন, কোথায় যাবে ?

সতীশ । জাহান্নামে ।

নলিনী । 'যে লোক সন্ধান জানে, সে তো ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে । আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন ? কলারটা বুঝি ঠিক হাল ফেঁধানের হয় নি ।

সতীশ । তুমি কি মনে কব, আমি কেবল কলারের কথাই দিন-বাজি চিন্তা কবি ।

নলিনী । তাই তো মনে হয় । সেই জন্তই তো হঠাৎ তোমাকে 'অত্যন্ত চিন্তাশীল'ের মতো দেখায় ।

সতীশ । ঠাট্টা বোবো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে—

নলিনী । তা হ'লে ডুমুরের ফুল এবং সাপেব পাঁচ পাও দেখতে পেতাম !

সতীশ । আবার ঠাট্টা ! তুমি বড়ো নিধুব । সত্যই বল্চি নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি ।

নলিনী । দোকানে যেতে হবে ?

সতীশ । মিনতি কব্চি নেলি, ঠাট্টা কবে' আমাকে দক্ষ কবো না । আজ আমি চিবদিনেব মতো বিদায় নেবো !

নলিনী । কেন, চঠাৎ সে জন্ত তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন ?

সতীশ । সত্য কথা বলি, আমি যে কত দবিদ্র, তা তুমি জান না !

নলিনী । 'সে জন্ত তোমাব ভয় কিসেব । আমি তো তোমাব কাছে টাকা ধাব চাইনি ।

সতীশ । তোমার সঙ্গে আমাব বিবাহেব সম্বন্ধ হ'য়েছিল—

নলিনী । তাই পালাবে ? বিবাহ না হ'তেই হুকুম্প !

সতীশ । আমাব অবস্থা জান্তে পেবে মিষ্টাব লাহিড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন ।

নলিনী । অমনি সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হ'য়ে যেতে হবে । এত বড়ো অভিমানী লোকেব কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ বাখা শোভা পায় না । সাথে আমি তোমার মুখে ভালবাসাব কথা শুন্লেই ঠাট্টা ক'বে উড়িয়ে দি ।

সতীশ । নেলি, তবে কি এখনো আমাকে আশা রাখতে বলো !

নলিনী । দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিষে বলো না, আমার হাসি পায় । আমি তোমাকে আশা রাখতে ব'লবো কেন ? আশা যে রাখে, সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনে রাখে না ।

সতীশ । সে তো ঠিক কথা । আমি জানতে চাই, তুমি দাবিদ্র্যকে স্বগণ কবো কি না ?

নলিনী । খুব কবি, যদি সে দাবিদ্র্য মিথ্যাব দ্বাৰা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা কবে ।

সতীশ । নেলি, তুমি কি কখনো তোমাব চিবকালের অভ্যস্ত আবাম ছোড গবীবের ঘবে লক্ষী হ'তে পারবে ?

নলিনী । ন-লে যে বকম ব্যাবামের কথা পড়া যায়, সেটা তেমন কবে' চেপে ধবলে আবাম আপনি ঘবছাড়া হয় ।

সতীশ । সে ব্যাবামের কোনো লক্ষণ কি তোমাব—

নলিনী । সতীশ, তুমি কখনো কোনো পবীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হ'তে পারলে না । স্বয়ং নন্দী সাহেবও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুলতেন না । তোমাদের এক চুলও প্রশ্ন দেওয়া চলে না ।

সতীশ । তোমাকে আমি আজও চিন্তে পারলেম না নেলি ।

নলিনী । চিন্বে কেমন কবে' ? আমি তো তোমাব হাল ফেশানের চাই নই—কলাব নই—দিনবাত যা নিষে ভাবো, তাই তুমি চেনো ।

সতীশ । আমি হাত যোড কবে' ব'ল্‌চি নেলি, তুমি আজ আমাকে এনন কথা ব'লো না । আমি যে কি নিয়ে ভাবি, তা তুমি নিশ্চয় জানো ।

নলিনী । ঐ যে বাবা ডাকচেন । তাঁব কাজ হ'য়ে গেছে । যাই !

উভয়ের প্রস্থান ।

সুকুমারী ও শশধরের প্রবেশ

সুকুমারী । দেখ, তোমাকে জানিয়ে রাখ্‌চি, আমাব হবেনকে মায়বাব জন্তেই ওবা মায়ে পোষে উঠে পড়ে' লেগেছে ।

শশধব । আঃ, কি বলো ! তুমি কি পাগল হ'য়েছো নাকি ?

সুকুমারী । আমি পাগল, না, তুমি চোখে দেখতে পাও না !

শশধব । কোনটাই আশ্চর্য্য নয়, দুটোই সম্ভব । কিন্তু—

সুকুমারী । আমাদের হবেনেব জন্ম হ'তেই দেখনি ওদেব মুখ কেমন হ'য়ে গেছে । সতীশেব ভাবখানা দেখে বুঝতে পাব না !

শশধব । আমার অত ভাব বুঝাব ক্ষমতা নেই, সে তো তুমি জানোই ।

সুকুমারী । সতীশ যখনই আডালে পায়, তোমাব ছেলেকে মাবে, আমার বিধুও তাব পিছনে পিছনে এসে থোকাকে ছুজুব ভয় দেখায় ।

শশধব । ঐ দেখ, তোমবা ছোটো কথাকে বড়ো ক'বে তোলো । যদিই বা সতীশ থোকাকে কখনো—

সুকুমারী । সে তুমি সহ ক'বতে পাবো, আমি পাবো না—ছেলেকে তো তোমাব গতে ধবুতে হবনি ।

শশধব । সে কথা আমি অস্বীকার ক'বতে পাবো না । এখন তোমাব অভিপ্রায় কি শুনি ।

সুকুমারী । শিক্ষা সম্বন্ধ তুমি তো বড়ো বড়ো কথা বলো, একবার তুমি ভেবে দেখ না, আমবা হবেনকে যে ভাবে শিক্ষা দিতে চাই, তাব মাসি তাকে অত্যকপ শেখায়—সতীশেব দৃষ্টান্তটাই বা তাব পক্ষে কি বকম, সেটাও তো ভেবে দেখতে হয় ।

শশধব । তুমি যখন অত বেশি কবে' ভাবচো, তখন তাব উপবে আমার আব ভাববাব দবকাব কি আছে ! এখন কর্তব্য কি বলো ?

সুকুমারী । আমি বলি, সতীশকে তুমি বলো, পুরুষ মানুষ পবেব পরসায় বাবুগিবি কবে, সে কি ভালো দেখতে হয় ! আব যাব সামর্থ্য কম, তাব অত লম্বা চালোই বা দবকাব কি ?

শশধর । অন্যথ সেই কথাই ব'লতো । আমবাই তো সতীশকে অন্তরূপ বুঝিয়েছিলাম । এখন ওকে দোষ দিই কি কবে' ?

সুকুমারী । না—দোষ কি ওব হ'তে পারে ! সব দোষ আমাবি । তুমি তো আব কাবা কোনো দোষ দেখতে পাও না—কেবল আমাব বেলাতেই—

শশধর । ওগো, বাগ কাবা কেন—আমিও তো দোষী ।

সুকুমারী । তা হ'তে পারে । তোমাব কথা তুমি জানো । কিন্তু আমি কখনো ওকে এমন কথা বলিনি যে, তুমি তোমাব মেসোব ঘবে পায়েব উপব পা দিবে গোফে তা দাও আব লম্বা কেদাবায বসে' বসে' আমাব বাছাব উপব বিষদাষ্ট দিতে থাকো ।

শশধর । না, ঠিক ঐ কথাগুলো তুমি তাকে মাথাব দিবা দিয়ে শপথ করিয়ে নাওনি—অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারিনি । এখন কি ক'বতে হবে বলো ।

সুকুমারী । সে তুমি শা ভালো বোঝো, তাই কবো । কিন্তু আমি ব'লচি, সতীশ বতঙ্গ এ বাড়িতে থাকবে, থোকাকে কোন মতে বাইবে যেতে দিতে পারবো না । ও তো আমাবই আপন বোনেব ছেলে । কিন্তু আমি ওকে এক মুহূর্তেব জগা বিশ্বাস কবিনে—এ আমি তোমাকে স্পষ্টই বলিলাম ।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ । কাকে বিশ্বাস কর না মাসিমা ! আমাকে ? আমি তোমার থোকাকে স্বেযোগ পেলে গলা টিপে মাঝবো, এই তোমার ভয় ? যদি মাঝি, তবে তুমি তোমাব বোনেব ছেলেব যে অনিষ্ট ক'বেচো, তাব চেয়ে

৫

ওব কি বেশি অনিষ্ট কবা হবে ? কে আমাকে ছেলেবেলা হ'তে নবাবের মতো সৌখীন কবে' তুলেচে এবং আজ ভিক্ষকের মতো পথে বেব কল্লো ? কে আমাকে পিতাব শাসন থেকে বিশ্বের দাঙ্কনাব মধ্যে টেনে আনলে ? কে আমাকে—

সুকুমারী। ওগো শুনচো ? তোমাব সামনে আমাকে এমনি কবে' অপমান কবে ? নিজেব মুখে বলো কি না, থোকাকে গলা টিপে মা'বে ? ও মা, কি হবে গো ! আমি কালসাপকে নিজেব হাতে ছবকলা দিয়ে পুষেচি ।

সতীশ । দুধকলা আমাবও ঘবে ছিলো—সে দুধকলায় আমাব বক্ত-বিষ হয়ে উঠতো না—তা থেকে চিবকালের মতো বঞ্চিত কবে' তুমি যে দুধকলা আমাকে খাইয়েচো, তাতে আমাব বিষ জন্মে উঠেচে । সত্য কথাই ব'ল্চো, এখন আমাকে ভয় কবাই চাই—এখন আমি দংশন ক'বতে পাবি ।

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু । কি সতীশ, কি হ'বেচে, তোকে দেখে যে ভয় হয় ! অমন কবে' তাকিয়ে আছি' কেন ? আমাকে চিন্ত পাবচিস্ নে ? আমি তোব মা, সতীশ !

সতীশ । মা, তোমাকে মা ব'লবো কোন্ মুখে ? মা হ'য়ে কেন তুমি আমাকে জেল থেকে ফিবিষে আনলে ? সে কি মাসিব ঘবের চেয়ে ভয়ানক ?

শশধব । আঃ সতীশ ! চলো চলো—কি ব'কচো, থামো ।

সুকুমারী । নাও তোমরা বোকাপড়া কবো—আমাব কাজ আছে ।

প্রস্থান ।

শশধর । সতীশ, একটু ঠাণ্ডা হও ! তোমার প্রতি অত্যন্ত অগ্নায় হ'য়েচে, সে কি আমি জানিনে ? তোমার মাসি বাগেব মুখে কি ব'লছেন, সে কি 'অমন কবে' মনে নিতে আছে ? দেখো, গোড়ায় যা ভুল হ'য়েচে, তা এখন বতটা সম্ভব প্রতিকার কবা যাব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক ।

সতীশ । মেসোমশায়, প্রতীকারেব আর কোন সম্ভাবনা নেই । মাসিমার সঙ্গে আমার এখন যেকপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েচে, তাতে তোমার ঘবেব অন্ন আমার গলা দিয়ে আর গ'লবে না । এত দিন তোমাদের যা খবচ কবিয়েচি, তা যদি শেষ কডিটি পর্য্যন্ত শোধ কবে' দিতে না পারি, তবে আমার মবেও শাস্তি নাই । প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো সে আমার হাতে, তুমি কি প্রতিকার ক'ববে ?

শশধর । না, শোনো সতীশ—একটু স্থিৰ হও । তোমার যা কর্তব্য, সে তুমি পবে নবো , তোমার সম্বন্ধে আমার যে অগ্নায় ক'বেচি, তাব প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই ক'বতে হবে । দেখো, আমার বিষয়েব এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেবো, সেটাকে তুমি দান মনে কবো না, সে তোমার প্রাপ্য । আমি সমস্ত ঠিক কবে' বেথেচি—পশু' গুরুবাবে বেজেগী ক'বে দেবো ।

সতীশ । (শশধরের পায়েব ধুলা লইয়া) মেসোমশায়, কি আর ব'লবো—তোমার এই স্নেহে—

শশধর । আচ্ছা, থাক থাক ! ওসব স্নেহ ফেহ আমি কিছু বুঝি নে, বসকস আমার কিছুই নেই । যা কর্তব্য, তা কোন বকমে পালন কর্তেই হবে, এই বুঝি । সাড়ে আটটা বাজলো, তুমি আজ কোবিস্থানে যাবে বলেছিলে, যাও । সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে' বাখি । দানপত্রখানা আমি মিষ্টাব লাহিড়িকে দিয়েই লিখিবে নিগেচি । ভাবে

বোধ হ'লো, তিনি এই ব্যাপাবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'লেন—তোমাব প্রতি যে টান নেই, এমন তো দেখা গেল না। এমন কি, আমি চলে' আসবাব সময় তিনি আমাকে ব'ল্লেন, সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রতে আসে না কেন? আবার একটা স্তব্ধ আছে সতীশ, তোমাকে যে আপিসে কাজ করিয়ে দিয়েছি, সেখানকার বডো সাহেব তোমাব খবর সূখ্যাতি ক'রছিলেন।

সতীশ। সে আমার গুণে নয়। তোমাকে ভক্তি করেন ব'লেই আমাকে এত বিশ্বাস করেন।

প্রস্থান।

শশধর। ওবে বামচরণ, তোব মা ঠাকুবাণীকে একবার ডেকে দে তো।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। কি স্থিতি ক'রলে?

শশধর। একটা চমৎকার প্র্যান ঠাউবেচি।

সুকুমারী। তোমাব প্র্যান যত চমৎকার হবে, সে আমি জানি। যা হোক, সতীশকে এ বাড়ি থেকে বিদায় ক'বেচো তো?

শশধর। তাই যদি না ক'র্বো, তবে আব প্র্যান কিসেব? আমি ঠিক ক'বেচি, সতীশকে আমাদের তবফ মানিকপুর লিখে পড়ে' দেবো—তা' হ'লেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ চালিয়ে আলাদা হ'মে থাকতে পারবে। তোমাকে আব বিবস্ত ক'র্বে না।

সুকুমারী। আহা, কি সুন্দর প্র্যানই ঠাউবেচো! সৌন্দর্য্যে আমি একেবারে মুগ্ধ! না, না, তুমি এমন পাগলামি ক'রতে পারবে না, আমি বলে' দিলেম।

শশধব । দেখো, এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবাব কথা ছিলো ।

সুকুমারী । তখন তো আমাব হবেন জন্মায় নি । তা ছাড়া তুমি কি গাবো, তোমাব আব ছেলপুলে হবে না ?

শশধব । স্বকু, নেব দোখা, আনাদেব অত্ৰায তছে । মনেই কবো না কেন, তোমাব দুই ছো ।

সুকুমারী । সে আমি অতশত বুঝিনে—তুমি যদি এমন কাজ কবো, তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'বো—এই আমি বলে গেলেম ।

সুকুমারীর প্রস্থান ।

সতীশেব প্রবেশ

শশধব । কি সতীশ, থিয়েটেবে গেলে না ?

সতীশ । না মেসোমশায়, আব থিয়েটেব না । এই দেখ, দীর্ঘকাল পবে মিষ্টাব লাভিডিব কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েচি । তোমাব দানপত্রেব ফল দেখ । সংসাবেব উপব আমাব দিক্কাব জন্মে গেছে মেসোমশায় ! আমি তোমাব সে তালুক নেবো না ।

শশধব । কেন সতীশ ?

সতীশ । নিজেব কোনো মূল্য থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকুই ভোগ ক'বো । তা ছাড়া তুমি যে আমাকে তোমাব সম্পত্তিৰ অংশ দিতে চাও, মাসিমাব সম্মতি নিয়েচো তো ?

শশধব । না, সে তিনি—অর্থাৎ বুঝেছো সে একবকম ক'বে হবে । হঠাৎ তিনি বাজি না হ'তে পাবেন, কিন্তু—যদিই বা,—

সতীশ । তুমি ঠাকে ব'লেছো ?

শশধব । হাঁ, ব'লেছি বই কি ? বিলক্ষণ । তাঁকে না ব'লেই কি আব—

সতীশ । তিনি বাজি হ'য়েছেন ?

শশধব । তাকে ঠিক বাজি বদা ধাষ না বটে, কিন্তু ভালো কবে' বুঝিয়ে—ধৈর্য্য ধবে' থাকলেই—

সতীশ । বৃথা চেষ্টা মেসোমশায় । তাঁব নাবাজিতে তোমাব সম্পত্তি আমি নিতে চাই নে । তুমি তাকে বোলো, আজ পর্য্যন্ত তিনি যে অন্ন থাইয়েছেন, তা উদ্ধার না কবে' আমি বাঁচবো না । তাঁব সমস্ত ঋণ স্তদন্তুদ শোধ কবে' তবে আমি হাঁফ ছাড়বো ।

শশধব । সে কিছুই দবকান নেই সতীশ । তোমাকে ববঞ্চ কিছু নগদ টাকা গোপনে —

সতীশ । না মেসোমশায়, আব ঋণ বাড়াবো না । মাসিমাকে বোলো, আজই এখনি তাঁব কাছে হিসাব চুকিয়ে তবে জল গ্রহণ ক'ববো ।

প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য

বাগান

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকু। দেবী! দর্শন, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম কবে' কাজকর্ম ক'বচে। দেবী অতবড় মাঠেব ঝাঁকু আঁজকাল পুবোনো কালো আলপাকার চাপ কানন উপরে কোচানো চাদব ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আদিসে যায়।

শশধর। বড়ো মাঠেব সতীশেব গুব প্রশংসা কবেন।

সুকুমারী। গালোচ তো, এ মাইনে পাবে, তাতেই বেশ চলে' যাবে। তাব উপবে এদি তোমাব জমিদারিটা তাকে দিয়ে বসো, তবে একদিনে সে টাই-কলাব-জুতা ছডি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দেবে। আমাব পরামশ নিয়ে যদি চ'লতে, তবে সতীশ এত দিনে মাহুষের মতো হ'তো।

শশধর। বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেন নি, কিন্তু স্ত্রী দিয়েছেন, আব তোমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ স্বামীগুলোকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ ক'বেছেন—আমাদেরই জিত।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢেব হ'য়েচে, ঠাট্টা ক'বতে হবে না। কিন্তু সতীশেব পিছনে এত দিন যে টাকাটা ঢেলেছো, সে যদি আজ থাকতো, তবে—

শশধর। সতীশ তো বলেচে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ কবে' দেবে।

সুকুমারী। বইলো। সে তো ববাববই ঐ বকম লম্বা-চোড়া কথা বলে' থাকে। তুমি বুঝি সেই ভবসায় পথ চেয়ে বসে' আছে।

শশধব। এত দিন তো ভবসা ছিলো, তুমি যদি পবামশ দাঁও তো সেটা বিসজ্জন দিই।

সুকুমারী। দিলে তোমাব বেশী লোকসান হবে না, এই পর্যন্ত বলতে পারি। ঐ যে তোমাব সতীশ বাব আসছেন। আমি যাহ।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না, এই দেখ, আমার হাতে অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই নেই—কেবল খান কয়েক নোট আছে!

শশধব। ইস, এ যে এক তাড়া নোট। যদি আপিসেব টাকা হয় তো এমন কবে, সঙ্গে নিয়ে বেডানো ভালো হচ্ছে না, সতীশ।

সতীশ। আব সঙ্গে নিয়ে বেডাব না। মাসিমাব পায়ে বিসজ্জন দিলাম। প্রণাম হই মাসিমা! বিস্তব অমুগ্রহ ক'বেছিলে, তখন তাব হিসাব বাখতে হবে মনেও কবিনি, স্তববাং পবিশোধেব অঙ্কে কিছু ভুলচুক হ'তে পাবে! এই পনবো হাজাব টাকা গুণে নাও। তোমাব হবেনেব পোলাও-পবমায়ে একটি তঙুলকণাও কম না পড়ুক।

শশধব। এ কি কাণ্ড সতীশ! এত টাকা কোথায় পেলে?

সতীশ। আমি গুণচট আজ ছয়মাস আগাম খবিদ কবে' বেখেচি—ইতিমধ্যে দব চড়েছে, তাই মুনাফা পেয়েচি।

শশধব। সতীশ, এ যে জুয়োখেলা!

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ, আব দবকাব হবে না।

শশধব। তোমাব এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না।

সতীশ । তোমাকে তো দিই নি মেসোমশায় ! এ মাসিমাৰ ঋণ শোধ, তোমাৰ ঋণ কোনকালে শোধ ক'ৰতে পাব্বো না ।

শশধৰ । কি স্কু, এ টাকাণ্ডলো—

স্কুমাবী । গুণে খাতাজিব হাতে দাও না, ঐখানেই কি ছড়ানো পড়ে' থাকবে ? (নোটগুলি তুলিমা গুণিবা দেখা)

শশধৰ । সতীশ, খেয়ে এসেছ তো ?

সতীশ । বাডি গিয়ে খাবো ।

শশধৰ । অ্যা, সে কি কথা ! বেলা বে বিস্তৰ হ'য়েচে । আজ এইখানেই খেয়ে যাও ।

সতীশ । আব খাওয়া নথ মেসোমশায় । এক দফা শোধ ক'রলেম, অন্নঋণ আব নতন কবে' ফাঁদতে পাব্বো না ।

এহান ।

স্কুমাবী । বাপেব হাত থেকে বক্ষা কবে' এত দিন ওকে খাইয়ে পৰিষে মানুষ ক'ব্লেম, আজ হাতে দু'পয়সা আস্তেই ভাবখানা দেখেচো । রুতজ্ঞতা এমনই বটে ! বোব কলি কি না !

উভয়ের প্রস্থান ।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ । এই পিস্তলে ছ'টি গুলি পুবেচি—এই যথেষ্ট ! আমার অস্তিমের প্রেয়সী । ও কে ও ? হবেন ! কী ক'রছিস্ ? এই সন্ধ্যার সময় বাগানে অন্ধকার যে, চারদিকে কেউ নেই—পালা, পালা, পালা । (কপালে আঘাত করিয়া) সতীশ, কি ভাবচিস্ তুই—ওরে সৰ্ব্বনেশে, চুপ্ চুপ্—না, না, না, এ কী বক্চি ? আমি কি পাগল হ'য়ে গেলুম ?—

কে আছি' ওখানে? বেজা'বা, বেজা'না! কেউ না, কেউ কোথাও নেই। মাসিমা! শুনতে পাচ্চ? ঠৈঃ, একেবারে লুটোপুটি ক'বতে থাকবে। আঃ। হাতকে আব সামলাতে পাচ্চিনে। হাতটাকে নিয়ে কী কবি! হাতটাকে নিয়ে কী কবা যায়! (ছুড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চা'বা গাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত কবিতে লাগিলো। তাহাতে তাহাব উত্তেজনা ক্রমশঃ আবো বাড়িয়া উঠিতে লাগিলো। অবশেষে নিজের হাতকে সবেগে আঘাত কবিলো, কিন্তু কোন বেদনা বোধ কবিলো না, শেষে পকেটের ভিতর হঠাতে পিস্তল সংগ্রহ কবিয়া লইয়া সে হবেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হবেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কী! দাদা না কী! তোমাব দু'টি পায়ে পড়ি দাদা, তোমাব দু'টি পায়ে পড়ি, কাঁচাপেন্নাবা পাড়'ছিলুম, বাবাকে বলে' দিয়ো না।

সতীশ। (চাঁৎকাব কাববা) মেসোমশায়, এহ বেলা বক্ষা কবো, আব দেবি কোবো না—তোমাব ছেলেকে এখনো বক্ষা কবো।

শশধব। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হ'য়েছে সতীশ? কী হ'য়েছে?

সুকুমাবী। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হ'য়েছে সতীশ। কী হ'য়েছে?

হবেন। কিছুই হয় নি মা—কিছুই না—দাদা তোমাদেব সঙ্গে ঠাট্টা ক'ব্চেন!

সুকুমাবী। এ কী বকম বিস্তী ঠাট্টা। ছি, ছি, সকলি অনাস্থি! দেখো দেখি। আমাব বুক এখনো ধড়াস ধড়াস ক'রচে। সতীশ মদ ধ'বেচে বঝি?

সতীশ। পালাও—তোমাব ছেলেকে নিয়ে পালাও। নইলে তোমাদেব বক্ষা নেই।

(হবেনকে লইয়া দ্রুতগদে সুকুমাবীর পলায়ন)

শশধব। সতীশ, অমন উতলা হ'য়ে না। ব্যাপাবটা কী বলো!
হবেনকে কাব হাত থেকে বন্না ক'ববাব জন ডেকেছিলে?

সতীশ। 'আমাব হাত থেকে (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখ এই
দেখ—মেসোমশায়।

দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। সতীশ, তুই কোথায় কী সর্কানাশ কবে' এসেছিস্ বল
দেখি! আশিসেব সাহেব পুলিস সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে
খানাতল্লাস ক'বতে এসেচে। যদি পালাতে হয়, এই বেলা পালা!
হায় ভগবান্! আমি তো কোনো পাপ কবিনি, আমারি 'অদৃষ্টে' এত
দুঃখ ঘটে কেন?

সতীশ। ভব নেই—পালাবাব উপায় আমাব হাতেই আছে।

শশধব। তবে কী তুমি—

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়, যা সন্দেহ ক'বেচো, তাই। আমি
চুবি কবে' মাসিব ঋণ শোধ ক'বেচি। আমি চোব। মা তুমি শুনে
খুসী হবে, আমি চোব, আমি খুনী! তোমাব কীর্তি পূবো হ'লো।
এখন আব কাঁদতে হবে না—যাও তুমি, যাও তুমি, যাও যাও,
আমাব সম্মুখ থেকে যাও। আমাব অসহ্য বোধ হচ্ছে।

শশধব। সতীশ, তুমি আমাব কাছেও তো কিছু ঋণী আছ, তাই
শোধ কবে' যাও।

সতীশ। বলো, কেমন কবে' শোধ ক'রবো। কী আমি দিতে
পাবি। কী চাও তুমি!

শশধব । ঐ পিস্তলটা ।

সতীশ । এই দিলাম । আমি জেলেই যাবো । না গেলে আমার পাপেব ঋণ শোধ হবে না ।

শশধব । পাপেব ঋণ শাস্তি দ্বারা শোধ হয় না, সতীশ, কন্সেব দ্বাৰাই শোধ হয় । তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি অহুবোধ ক'লে তোমাব বডো সাত্বেব তোমাকে জেলে দেবেন না । এখন থেকে জীবনকে সার্থক কবে' বেচে থাকো ।

সতীশ । মেসোমহাশয়, আমার পক্ষে বাচা বে কত কঠিন, তা তুমি জানো না—

শশধব । তবু বাচতে হবে, আমার ঋণেব এহ শোধ । আমাকে ঠাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না ।

সতীশ । তবে তাই হবে ।

শশধব । আমার একটা অহুবোধ শোনো । তোমাব মাকে আব মাসীকে ক্ষমা কবো ।

বিধু । বাবা, আমার কপালে ক্ষমা না থাকে, নাই থাক্, ভগবান্ তোকে যেন ক্ষমা কবেন । দিদিব কাছে যাই । তাঁব পায়ে ধবিগে ।

প্রস্থান ।

শশধব । তবে এসো, সতীশ, আমার ঘবে আজ আহাব কবে যেতে হবে ।

দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ

নলিনী । সতীশ ।

সতীশ । কী নলিনী ?

নলিনী। এব মানে কি ? এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেচো ?

সতীশ। নান্নে যেমন বুঝেছিলে, সেইটেই ঠিক। আমি তোমাকে প্রতাবণা করে' চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগ্যক্রম সকলি উল্টো হয়। তুমি :ন ক'ব'ত পাব, তোমার দয়া উদ্দক ক'ববার জন্যই আমি—কিন্তু মনঃসম্মত সাপী আছেন, আমি অভিনয় ক'বছিলেম না—তবু যদি বিশ্বাস না হয়, প্রতিজ্ঞা বঙ্গা ক'ববার এখনো সময় আছে।

নলিনী। ক' দাম পাগলের মতো ব'ক'চো ? আমি তোমার কী অপমান ক'রেছি, তুমি আমাকে এমন নিন্দাবতাব—

সতীশ। এ ডক আমি এই সফল ক'বোঁছি, সে তুমি জান, নলিনী—আমি তে একবণও গোপন কবিনি, তব কী আমার উপর শ্রদ্ধা আছে ?

নলিনী। শ্রদ্ধা ! সতীশ, তোমার উপর ঐ জন্যই আমার বাগ ধবে। শ্রদ্ধা—হি, ছি, শ্রদ্ধা তো পৃথিবীতে অনেকটাই অনেককে কবে। তুমি যে কাজ ক'বেছো, আমিও তাই ক'বেছি—তোমাতে আমাতে কোন ভেদ বাঁখনি। এই দেশ, আমার গহনাগুলি সব এনেচি—এগুলো এখনো আমার সম্পত্তি নয়—এগুলি আমার বাপ-মায়েব। আমি তাঁদের না ক'লে' চুবি ক'বেই এনেচি, এব কত দাম হ'তে পাবে, আমি কিছুই জানিনে, কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না

শশধর। উদ্ধার হবে, এই গহনাগুলিব সঙ্গে আরো অমূল্য যে ধনটি দিবেচ, তা দিয়েই সতীশেব উদ্ধার হবে।

নলিনী । এই যে শশধব বাবু, মাপ্ ক'ববেন, তাতাতাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধব । মা, ,সে জ্ঞাত লজ্জা কি । দৃষ্টব দোষ কেবল আমাদের মত বুড়োদেরই হয় না—তোমাদের বয়সে আমাদের মত প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না । দতীশ, তোমার আফিসের সাহেব এসেছেন দেখ্‌চি । আমি তা'র সঙ্গে কথাবার্তা ক'ষে আসি । ততক্ষণ তুমি আমার হয়ে' অতিথিসংকার ক'বো । মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিহ্বাতেই থাকতে পারে ।

সবনিকা

